জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

১২ ডিসেম্বর, ২০২০

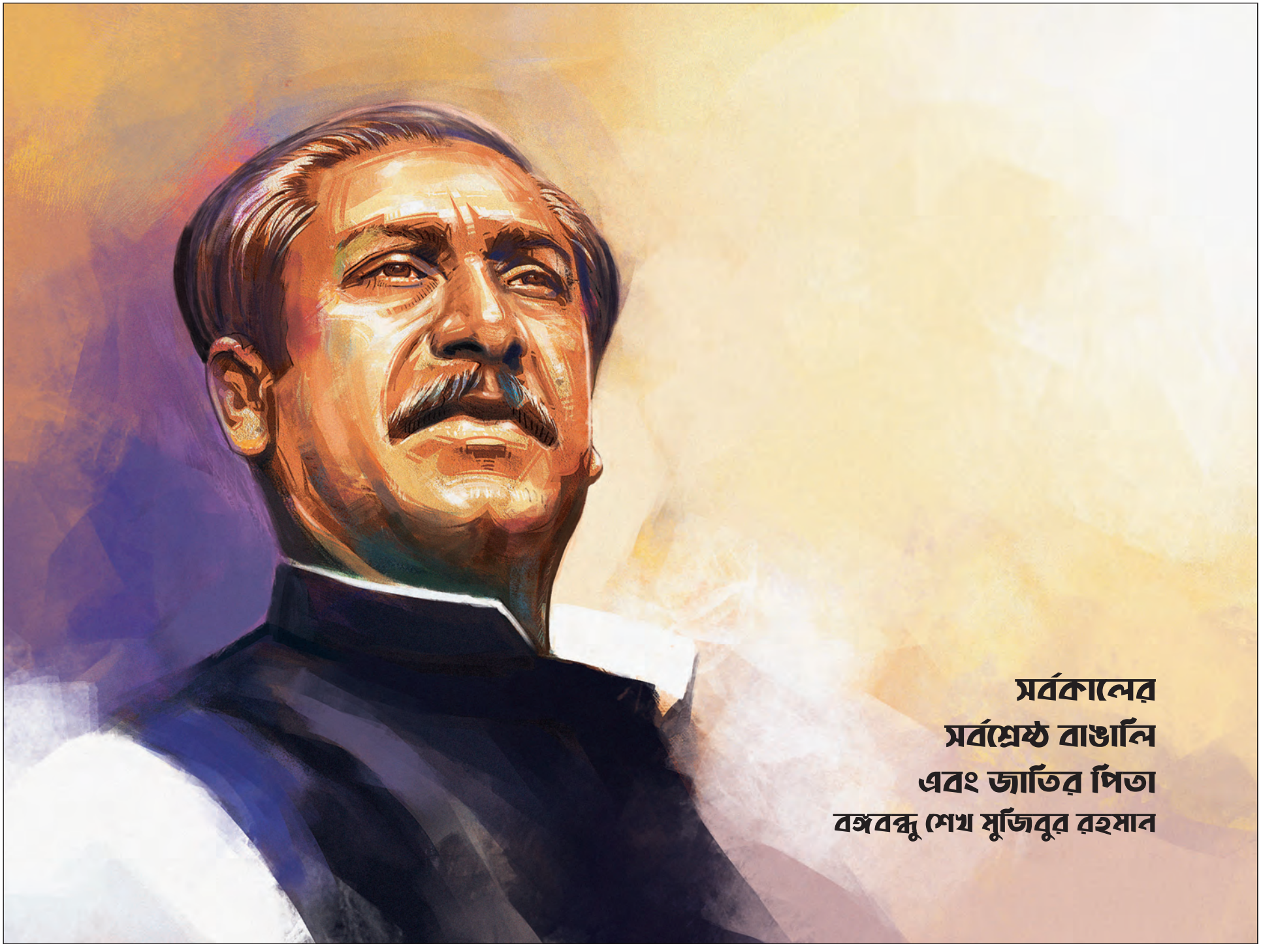
সর্বকালের
সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
এবং জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুজিববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের ফসল আজকের বাংলাদেশ। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠা করেই বঙ্গবন্ধুর কাজ শেষ হয়ে যায়নি। স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে তিনি তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত নানামুখী দূরদর্শী উদ্যোগ ও প্রয়াস লক্ষ্য করলে বিষয়টি খুব সহজে অনুধাবন করা যায়।

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই রচিত হয় একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের ভিত্তি। বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেছিলেন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হতে পারে সবচেয়ে বড় অনুঘটক। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা বোঝা যায় ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে দেওয়া তাঁর সেই ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণ থেকে। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে।" ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। থেমে যায় সোনার বাংলা নির্মাণের সেই স্বপ্ন। উল্টো পথে হাঁটতে থাকে বাংলাদেশ।

মানুষকে হত্যা করা যায়। কিন্তু মানুষের স্বপ্ন, মানুষের দর্শনকে কখনোই শেষ করে দেওয়া যায় না। বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনাকে দেশ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্যপ্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেন। তিনি বিশ্বাস করেন, তথ্যপ্রযুক্তি হতে পারে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যবদলের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার আমদানির ওপর শুল্ক প্রত্যাহার এবং মোবাইল ফোনের মনোপলি ভেঙে সাধারণ মানুষের নাগালে নিয়ে আসেন।

২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘোষণা করলেন রূপকল্প-২০২১। তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এটি ছিল একটি পরিপূর্ণ সনদ। ডিজিটাল বাংলাদেশ আসলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্পে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করছেন। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রতিটি সেক্টরেই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমাধান।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা ও বাস্তবায়নের এক যুগ পূর্তি হচ্ছে এ বছর। এই খাতে গত ১২ বছরে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। জাতীয় উন্নয়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ মডেল সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত এবং প্রশংসিত। সেই সুবাধে গত ১২ বছরে অসংখ্য পুরস্কার, সম্মাননা এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এসব অর্জন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অন্যতম নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে চারটি প্রধান স্তম্ভ বা অগ্রাধিকারকে সামনে রেখে কাজ করছে। এগুলো হচ্ছে সবার জন্য কানেকটিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন। এর বাইরে, করোনাকালীন সংকট মোকাবিলায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রকল্প গত ১২ বছরে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে, তার উল্লেখযোগ্য অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরতে এই প্রকাশনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার নেতৃত্বে
ডিজিটাল বাংলাদেশ এর
এগিয়ে যাওয়ার
১২ বছর

আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, কৌশলপত্র ও নির্দেশিকা প্রণয়ন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রমকে দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে। এ ছাড়া চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নতুন নতুন প্রযুক্তি যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), রোবটিকস, ব্লকচেইনের মতো প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কী প্রভাব ফেলবে ও আমাদের করণীয় কী, সে লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত যেসব আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

আইনসমূহ:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধন), ২০০৯
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধন), ২০১৩
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন (সংশোধন), ২০১৪
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮
- এটুআই বাংলাদেশ ইনোভেশন এজেন্সি আইন, ২০২০ (খসড়া)
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০২০ (খসড়া)
- ডাটা প্রটেকশন আইন, ২০২০ (খসড়া)

বিধিমালাসমূহ:

- তথ্যপ্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক ওয়্যারহাউজিং স্টেশন বিধিমালা, ২০১৫
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বিধিমালা, ২০১৫
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯
- ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২০

নীতিমালাসমূহ:

- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা, ২০১৬
- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮
- সরকারি ই-মেইল নীতিমালা, ২০১৮
- ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা, ২০২০ (খসড়া)
- সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন নীতিমালা, ২০২০ (খসড়া)

কৌশলপত্রসমূহ:

- সাইবার সিকিউরিটি কৌশলপত্র, ২০১৪
- জাতীয় ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) কৌশলপত্র, ২০২০
- জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কৌশলপত্র, ২০২০
- জাতীয় ব্লকচেইন কৌশলপত্র, ২০২০
- জাতীয় মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন ও প্রমোশন কৌশলপত্র, ২০২০
- জাতীয় রোবটিকস কৌশলপত্র, ২০২০
- মেইড ইন বাংলাদেশ কৌশলপত্র, ২০২০ (খসড়া)

নির্দেশিকাসমূহ:

- তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইডলাইন (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ২০১৪
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা, ২০২০
- ডেটা সেন্টার স্থাপন ও পরিচালিকা নির্দেশিকা, ২০২০
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার নির্দেশিকা, ২০২০

মুজিববর্ষ, বঙ্গবন্ধু এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

- বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট-২০২০ চালু
- জাতির পিতার ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের হলোগ্রাফিক প্রোজেকশন
- 'মুজিব হান্ড্রেড' ওয়েবসাইট তৈরি
- প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'মুজিব বর্ষ' লোগো তৈরি করা
- অনলাইনে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন
- মোবাইল গেম অ্যাপ্লিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উদ্যোগ
- আইসিটি ডিভিশনের ১০০+ কৌশলগত পরিকল্পনা
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের দশ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহাসম্মেলন আয়োজন
- ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ আয়োজন
- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন।

কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন

'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাঙালির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা' বিষয়ে মাসব্যাপি অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চ্যুয়ালি অংশগ্রহণ করে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সারাদেশ থেকে লক্ষাধিক প্রতিযোগী অনলাইনে নিবন্ধন করেন এবং নিবন্ধিত প্রার্থীদের মধ্য থেকে ৪৬ হাজার ৬৭৫ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু স্মরণে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে সারা বছরই নানামুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকী, জন্মদিন ও অন্যান্য উপলক্ষে আইসিটি বিভাগ নানান আয়োজন করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

* জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ভিজ্যুয়াল কালার ভার্সন
* এ ভাষণের ২৬টি নির্বাচিত বাক্য নিয়ে দেশের ২৬ জন খ্যাতিমান লেখকের বিশ্লেষণ-সংবলিত 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : রাজনীতির মহাকাব্য' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ এবং ডিজিটাল ভার্সন তৈরি করা

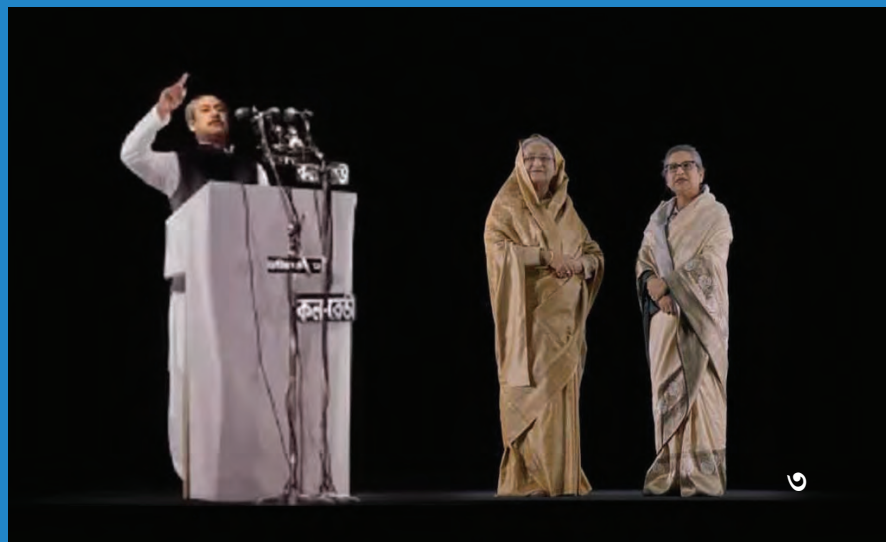

ডিজিটাল বাংলাদেশ

কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো

সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির সম্প্রসারণ ও হাই-টেক/আইটি পার্ক নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে তোলা

ই-গভর্নমেন্ট

প্রচলিত পদ্ধতি ও সেবার ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন

আইসিটি খাতের বিকাশ, বিদেশে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং এবং দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা

দক্ষ মানবসম্পদ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা

ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার

কানেক্টিভিটি 3
অবকাঠামো

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ এই স্তম্ভ বাস্তবায়নে কাজ করছে আইসিটি বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তর ও প্রকল্প। ইতিমধ্যে কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো উন্নয়নে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সংক্ষপে অগ্রগতিসমূহ তুলে ধরা হলো :

- বর্তমানে সরকারের ৮ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান, ২২৭ সরকারি অফিস ও ৬৪ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ ১৮,৪৩৪টি সরকারি অফিসকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।

২০১৯ সালের ২৮ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম 'ফোর টায়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার' উদ্বোধন করেন

- প্রশিক্ষণ সুবিধা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে রাজধানীর বাইরে যথাক্রমে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও রংপুরে ৭টি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩৫৪৪টি কম্পিউটার ল্যাব এবং ১০০টি স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।
- ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সাইবার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬১০টি ডোমেইনে সর্বমোট ৮৯,৭৯৯টি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণক্ষমতা বাড়িয়ে ১২ পেটাবাইট করা হয়েছে।
- গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV) উদ্বোধন করেন। সুষ্ঠুভাবে ডাটা সেন্টার পরিচালনার জন্য বিগত ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে Bangladesh Data Center Company Limited প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- বাংলাগভনেট এবং ইনফো-সরকার ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৮,৪৩৪টি সরকারি দপ্তরে (মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ভবনকে ৫ তলা থেকে ১৫ তলা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ' এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কর্তৃপক্ষ, বিভাগ এবং সংস্থা এখানে অবস্থান করছে।
- দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার ৭৭২টি ইউনিয়নে ইন্টারনেট সংযোগ দিতে 'কানেক্টেড বাংলাদেশ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন ৩য় পর্যায় (ইনফো-সরকার, ৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং ১০০০টি পুলিশ অফিসে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- নেটওয়ার্কিং, মোবাইল অ্যাপস, মোবাইল গেম এবং সাইবার সিকিউরিটি, বিগডেটা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে বিসিসিতে ১টি Specialized Network Lab এবং ১টি Special Effect Lab স্থাপন করা হয়েছে।
- ই-সেবা উন্নয়ন ও ব্যবহার সহজীকরণে Bangladesh National Digital Architecture (BNDA)-এর উন্নয়ন করা হয়েছে।
- বিসিসিতে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।।
- দেশে টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে।।
- সিলেট জেলায় IP Camera based surveillance Facility স্থাপন এবং সিলেট ও কক্সবাজার জেলায় Public Wi-Fi zone চালু করা হয়েছে।
- 'ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি ৫০ মিটার উচ্চতার Self-supported টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে দ্রুতগতির ইন্টারনেটনির্ভর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ক্ষেত্রে ই-সেবা ও ই-কমার্স সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।
- ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, "সাইবার রেঞ্জ" সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং ১৫টি নির্দিষ্ট সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে (Critical Information Infrastructure) সাইবার সেন্সর প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার থেকে এরই মধ্যে ১৭,২৯৩টি দপ্তরকে মনিটরিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

বিকেআইআইসিটি

২০০৪ সালে কোরিয়া সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ-কোরিয়া ইনস্টিটিউট অব আইসিটি (বিকেআইআইসিটি) স্থাপন করা হয়। ইন্টারনেট সুবিধাযুক্ত ৭টি আধুনিক ল্যাবে ২০০৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার

- জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স নেটওয়ার্ক সুবিধা সহজলভ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে বিসিসিতে জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- ১৭,২৯৩টি সরকারি দপ্তরে ওয়াই-ফাই জোন তৈরি করেছে। ৮৮৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ৬৪টি জেলা ও ৪৮৭টি উপজেলায় তাৎক্ষণিকভাবে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন সম্ভব।
- সরকারি পর্যায়ে ২৫,০০০টি ট্যাব বিতরণ, ৪৮৭টি ইউএনও কার্যালয়ে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

- সৌদি আরবে ১৫টি সহ দেশে আইসিটি শিক্ষার বিস্তার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৭,৭২৮টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। তার মধ্যে জেলা পর্যায়ে ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং ১০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসমূহ স্থানীয়ভাবে সাইবার সেন্টার, প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও আইসিটি ক্লাব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত স্থাপিত ল্যাবসমূহের মাধ্যমে এলাকার তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে। ২০২০-২০২৩ মেয়াদে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ৫০০০ ল্যাব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের একাংশ

স্কুল অব ফিউচার

- প্রতিটি সংসদীয় আসনে একটি করে মোট ৩০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আধুনিক সুবিধা-সংবলিত 'স্কুল অব ফিউচার' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্কুল অব ফিউচারের ডিজাইন

- ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ৯টি ভাষা (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানিজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) শেখানোর লক্ষ্যে ভাষাগুরু সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে, যা জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার উদ্বোধন করেন।

এগ্রিকালচার ইনফরমেশন সেন্টার (এআইসি)

- কৃষির তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য বিসিসির ইনফো-সরকার-২ প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় ২৫৪টি অ্যাগ্রিকালচার ইনফরমেশন সেন্টার (এআইসি) স্থাপন করা হয়েছে।

টেলিমেডিসিন সেন্টার

- রোগীদের যাতায়াতের কষ্ট লাঘব ও ভোগান্তি হ্রাসে বিসিসি ইনফো-সরকার-২ প্রকল্পের আওতায় ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

ইনোভেশন ডিজাইন এবং এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ একাডেমি (iDEA)

- iDEA প্রকল্পের কো-ওয়ার্কিং স্পেসে ৪৪টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের ১১৮ জন স্টার্টআপ প্রতিনিধিকে কো-ওয়ার্কিং অফিস স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী'র কো-ওয়ার্কিং স্পেস

সেন্টার অব এ্যাক্সেলেন্স ল্যাব

- এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় সেন্টার অব এক্সেলেন্সে (সিওই) ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তির ল্যাব প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান আছে।

বিশেষায়িত ল্যাব

- মোবাইল গেমস অ্যান্ড অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৬টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার, আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড ফোন ও অন্যান্য উপকরণের সমন্বয়ে ৮টি বিশেষায়িত গেমিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩০টি জেলায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে ৩০০টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও অন্যান্য উপকরণের সমন্বয়ে ৩২টি বিশেষায়িত টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

ইনোভেশন ল্যাব

- ইতিমধ্যে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে বেগবান করতে ১৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনোভেশন হাব' তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে নাগরিক সমস্যার বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান তৈরি করা হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত ইনোভেশন ল্যাবসমূহে ৯৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ৯৬টি প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় মহেশখালী

- দ্বীপজেলা কক্সবাজারের মহেশখালীর মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে সরকার ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে তিনটি ইউনিয়নের ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনলাইন স্কুল সিস্টেমের মাধ্যমে ইংরেজি বিষয়ের ওপর দূর প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।

সাউথ এশিয়া সাব রিজিওনাল ইকোনমিক কোঅপারেশন ইনফরমেশন হাইওয়ে (SASEC IH)

- সাসেক ইনফরমেশন হাইওয়ে প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান-এর মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক (RN) স্থাপন করা হয়েছে;
- শিলিগুড়িতে বিটিসিএলের স্থাপিত এনওসির (NOC) সঙ্গে সংযোগের জন্য পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধার নো ম্যান্স ল্যান্ড পর্যন্ত ৫৬ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়।

হাই-টেক পার্ক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ হাই-টেক/আইটি/আইটিইএস শিল্পের বিকাশ ও বিস্তার, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ-আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করছে।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কালিয়াকৈর, গাজীপুর

৩৫৫ একর জমিতে গড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত হাই-টেক পার্ক। বর্তমানে এখানে ১টি প্রতিষ্ঠান ওয়াটার ট্যাংক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য আইওটি ডিভাইস তৈরি, ২টি প্রতিষ্ঠান অপটিক্যাল ফাইবার, ১টি প্রতিষ্ঠান কিওস্ক মেশিন এবং ১টি প্রতিষ্ঠান মোবাইল অ্যাসেম্বেলিং শুরু করেছে। ইতিমধ্যে পার্কটিতে ৪.২৫ লাখ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৪০টি প্রতিষ্ঠান এখানে বিনিয়োগ করেছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-ওয়ালটন চুক্তি স্বাক্ষর

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে চীনভিত্তিক কোম্পানি 'ওরিক্স বায়োটেক লিমিটেড'-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোম্পানিটি ২৫ একর জমিতে প্লাজমা উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন করবে। প্রতিষ্ঠানটি ৩০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে এবং কর্মসংস্থান হবে দুই হাজার মানুষের।

ওয়ালটনকে ৩ একর জমি বরাদ্দ দিয়েছে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। একই সাথে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে বেসরকারি হাই-টেক পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে পার্কটি উদ্বোধন করেন। আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন পার্কটি গড়ে উঠেছে ১২ একর জায়গাজুড়ে। বর্তমানে

এই পার্কে ৪৮টি প্রতিষ্ঠানকে জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১০০০-এর বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা

দেশে সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে গত ৩ আগস্ট ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের ১ম সভায় কারওয়ান বাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ারকে (৭২০০০ বর্গফুটের) সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে রূপান্তরের ঘোষণা দেওয়া হয়। গত ১৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন এবং গত ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখ পার্কটির ইনকিউবেটরের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এখানে ১৫টি কোম্পানি এবং ১০ স্টার্টআপ কাজ করছে। এই টেকনোলজি পার্ক থেকে ৯০০ জনের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী

রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ২ লাখ ৭০ হাজার বর্গফুটের (১ লাখ ৯০ হাজার বর্গফুট ফ্লোর নির্মাণ সমাপ্ত) ১০ তলা মাল্টিপারপাস ভবন (এমটিবি) নির্মাণ চলমান এবং ৫ তলা (৭২০০০ বর্গফুট) বিশিষ্ট ১টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, রাজশাহী'র উদ্বোধন করেন। পার্কটিতে ১০টি আইটি কোম্পানিকে স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ১৬২.৮৩ একর জায়গার ওপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট-এর মৌলিক অবকাঠোমো নির্মাণের কাজ চলছে। গত ২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্কটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পার্কটিতে যুক্তরাজ্যের ১টি প্রতিষ্ঠানকে ২০০০ বর্গফুট স্পেস এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০০০ বর্গফুট স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক ২২ জুলাই ২০১৬ পার্কটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পার্কটি উদ্বোধন করেন। নাটোর জেলার সদর উপজেলার পুরোনো কারাগারকে সংস্কারের মাধ্যমে একটি আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে উন্নীত করা হয়। ১ একরের বেশি জায়গার ওপর নির্মিত উক্ত পার্কে রয়েছে ইনকিউবেশন সেন্টার এবং প্রশিক্ষণকেন্দ্র। এ যাবত প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে

৪৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, ৮টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানকে জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ৭৯৯ জনের কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

প্রতিটি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে আইসিটি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে এবং পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় হাই-টেক পার্ক স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে ৮টি জেলায় (কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নাটোরের সিংড়া, সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ, বরিশাল, মাগুরা, নেত্রকোনা ও রংপুরের পীরগঞ্জ) শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এসব ইনকিউবেশন সেন্টারে ৫০,০০০ জনের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১১টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে আরও ১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

ভবনের ডিজাইন

কুমিল্লা

মাগুরা

সিলেট

১২টি জেলায় জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন

দেশের ১২টি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে গত ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রতিটি পার্কে থাকবে ৭ তলা মাল্টি-টেনেন্ট ভবন (১০৫০০০ বর্গফুট); ৩ তলা ক্যান্টিন ও অ্যাফিথিয়েটার ভবন (২১০০০ বর্গফুট), ৩ তলা ডরমিটরি ভবন (১৮০০০

বর্গফুট)। আইটি পার্কগুলোর অবস্থান রংপুর (সদর), নাটোর (সিংড়া), কুমিল্লা (লালমাই), খুলনা (সদর), বরিশাল (সদর), গোপালগঞ্জ (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), ঢাকা (কেরানীগঞ্জ), ময়মনসিংহ (সদর), জামালপুর (সদর), কক্সবাজার (রামু), সিলেট (কোম্পানীগঞ্জ) এবং চট্টগ্রামে। এই প্রকল্পে মাধ্যমে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) মানুষের কর্মসংস্থান এবং ৩০,০০০ জনকে আইটি বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, চুয়েট

আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটরের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রায় ৫ একর জায়গার ওপর এই সেন্টারে থাকছে ১০ তলাবিশিষ্ট ৫০,০০০ বর্গফুটের ইনকিউবেশন হাউস, ৬ তলাবিশিষ্ট ৩৬,০০০ বর্গফুটের মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ ভবন এবং ৪ তলা ২টি ডরমিটরি ভবন। প্রকল্পের আওতায় ২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ভবনে ১০০টি ইনকিউবেশন সেল থাকবে।

ভবনের ডিজাইন

বাস্তব চিত্র

চট্টগ্রাম সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক:

বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সিটি করপোরেশনের ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর মার্কেটে গড়ে ওঠা এই টেকনোলজি পার্কের স্পেস ১ লাখ বর্গফুট। ইতিমধ্যে এর ৪০ শতাংশ নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। এখানে ১০০০ জনের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

অগ্রগতির বাস্তব চিত্র

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন

দেশের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি এবং এ খাতের গবেষণার সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে দেশের ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৭টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ১৫টি ল্যাব স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ল্যাব:

- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে Digital Communication and Networking lab
- কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে Network Design & Software Development Lab
- বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে Web Technology Lab for IoT Device Development
- খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Natural Language Processing Lab
- যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Software Development and 3D Printing Lab
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে Deep Learning Lab for Higher Research
- ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, ঢাকায় Internet of Things (IoT) Lab
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে IoT and Machine Learning Lab

হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগ

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পার্কে দেশি-বিদেশি ১২০টি প্রতিষ্ঠানকে জমি/স্পেস বরাদ্দ দিয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ এসব কোম্পানির সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২,৪০০ কোটি টাকা। পার্কগুলোতে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩২৭ কোটি টাকা বেসরকারি বিনিয়োগ হয়েছে। এসব পার্ক থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৪.১৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে। হাই-টেক পার্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগকারীদের ১৪ ধরনের প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

দক্ষ মানবসম্পদ

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লাখ ৮৫ হাজার জনকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে ইমার্জিং টেকনোলজির ওপর প্রশিক্ষণ চলছে। বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। দেশে সাড়ে ৬ লাখ সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার রয়েছে। গত ১২ বছর আইসিটি খাতের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিসিসি ১ লাখ ৯৬ হাজার ৫৮৭ জন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করেছে।

এলআইসিটি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ

- লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের আওতায় টপ-আপ আইটি, ফাউন্ডেশন স্কিলস, এমএমটি/এসিএমপি, সাইবার সিকিউরিটি, ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি এবং সিএক্সও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়;
- **টপ-আপ আইটি প্রশিক্ষণ :** কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ১২ হাজার ২১৫ জনকে টপ-আপ আইটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়;
- **ফাউন্ডেশন স্কিলস প্রশিক্ষণ :** এ প্রশিক্ষণে সারা দেশের ২০ হাজার তরুণ-তরুণীকে বেসিক ফাউন্ডেশন স্কিলস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়;
- **সাইবার সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ :** ২,৯৩৬ জন সরকারি কর্মকর্তাকে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়;
- ফেসবুকের সঙ্গে যৌথভাবে ১৩,০০০ জনকে ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির প্রশিক্ষণ:

- বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফ্রন্টিয়ার (অত্যাধুনিক) প্রযুক্তির সাথে আগেভাগেই অভিযোজিত হতে চায়। এ জন্য লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের আওতায় ফার্স্ট ট্র্যাক ফিউচার লিডার (এফটিএফএল) কর্মসূচিতে ২৬১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- লিভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ অব দ্য আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি (এলআইসিটি-২) প্রকল্পে বর্তমানে ইমার্জিং টেকনোলজির (Internet of Things (IOT), Data Science, Big Data, Blockchain, AR/VR, Artificial Intelligence (AI), Robotics Process Automation (RPA), Machine Learning, Cyber Security, Cloud Computing etc.) ওপর ১০৭০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান আছে;
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, বিগ ডেটা অ্যানালাইটিকস, রোবটিকস, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর), ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটিসহ (ভিআর) অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ২৪টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে;
- এফটিএফএল কর্মসূচির প্রশিক্ষণ হায়ার অ্যান্ড ট্রেইন মডেলে হচ্ছে এবং সবারই প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানে চাকরি হচ্ছে।

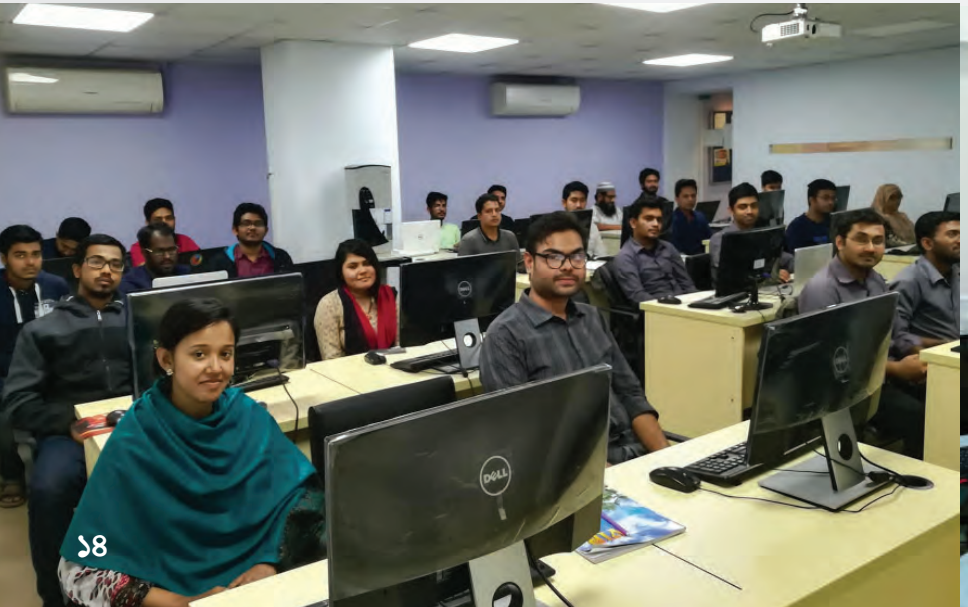

মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের জন্য এসিএমপি

দেশের আইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যম এবং শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এলআইসিটি প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (আইবিএ) এসিএমপি (Advanced Certification for Management Professionals) প্রোগ্রাম চালু করা হয়। দুই পর্বে মোট ৮৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ACMP 4.0 ২০২০ এর সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

সিএক্সও (CXO) প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের প্রথম সারির আইটি কোম্পানিগুলোকে নিবিড়ভাবে নিরীক্ষা করে নির্বাচিত কোম্পানিগুলোর মোট ৫০ জন সিএক্সও লেভেলের নির্বাহীদের জন্য ঢাকা ও সিঙ্গাপুরে ব্যবসা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কোরসেরা (Coursera) ট্রেনিং প্লাটফর্মে প্রশিক্ষণ

করোনা মহামারির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্মটির সহায়তায় চার হাজার কোর্সে ৫ হাজার দক্ষ মানুষ তৈরি করছে সরকার। কাজটি সমন্বয় করছে এলআইসিটি প্রকল্প।

আঞ্চলিক কার্যালয়ে আইসিটি প্রশিক্ষণ

৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২০,৮৬৬ জনসহ সর্বমোট ২৯,৬৫৫ জনকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিকেআইআইসিটি: বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৮,৪৫২ জনকে।

বেসিক স্কিল ট্রান্সফার আপ টু উপজেলা লেভেল প্রকল্প: ১ লাখ ১২ হাজার ১৮৭ জন শিক্ষার্থী, ৭ হাজার ৮৯০ জন শিক্ষক, ৫ হাজার ৬৭০ জন ইউডিসি উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ এ বিসিসি এর কার্যক্রম

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২,২১,০০০ (২ লাখ ২১ হাজার) জনকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর অনুপাত যথাক্রমে ৭২% ও ২৮%;
- বিকেআইআইসিটি এবং ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে জুলাই, ২০০৯ থেকে অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত ৭টি ডিপ্লোমা/পিজিডি ও ২৬টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের আওতায় মোট ৩৩,০৫০ (তেত্রিশ হাজার পঞ্চাশ) জনকে আইসিটিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে পুরুষ ২৩,৪৫০ জন ও মহিলা ৯,৬০০ জন;
- আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩১৬ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং ৩,৮৩৭ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেসিক আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ;
- এমপাওয়ারিং রুরাল কমিউনিটিজ রিচিং দ্য আনরিচড ইউনিয়ন ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার প্রকল্পের আওতায় ইউডিসি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণে ৫,৬৭০ জনকে প্রশিক্ষণ;
- আইটি/আইটিইএস প্রফেশনালদের জন্য অনলাইন পোর্টাল বিডিস্কিলস (bdskills.gov.bd) চালু করা হয়েছে;
- বিসিসিতে স্থাপিত সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টারে এ পর্যন্ত ২৬৭ জন সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫,৬৪৪ জন স্টার্টআপকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্পের মার্কেটিং প্রমোশনের আওতায় ১০০টি পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি অ্যাকটিভেশন প্রোগ্রাম করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর ৫৭,৬০০ জনকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচির অন্যতম জাতীয় আই-সিটি ইন্টার্নশিপ। এ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে জনবলের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে এ পর্যন্ত ১৩টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ৩,১৭২ জনের ইন্টার্নশীপের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

বিসিসির রাজস্ব খাতের ৪১ জন কর্মকর্তা, ৩ জন কর্মচারী এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৯৫০ জন কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক মানের আইসিটি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন;

- ই-গভর্ন্যান্স ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে ৩,০২৫ জন সরকারি কর্মকর্তাকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্পের আওতায় দেশে স্থাপিত গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় বিষয়ে ৭২০ জন কর্মকর্তাকে (IP, DWDM, Power এবং Switch-এর ওপর) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। চীন ও থাইল্যান্ডে ৩৫ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নিয়ে সপ্তাহব্যাপী এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে;
- সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বিসিসির ৩৯ জন কর্মকর্তা ISTQB Core Foundation ও ISTQB Agile Foundation প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ১৫ জন কর্মকর্তা ISTQB Core Foundation-এর সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন।
- 'ফরমেশন অব দ্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান ফর ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৪৭ জন কর্মকর্তাকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৪২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ১১৬ জন কর্মকর্তাকে কোরিয়ান বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দিয়ে সেক্টোরাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ৩০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্পের অধীনে ১০টি স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের মোট ৬৭৮ জনকে উন্নয়নকৃত মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ১২ জন কর্মকর্তা দক্ষিণ কোরিয়াতে 'ERP System in South Korea'-এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

উন্নয়নে নারী শীর্ষক প্রোগ্রাম

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে Office Applications & Unicode Bangla under WID প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় এ পর্যন্ত ১২৮০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া Women IT Frontier Initiative (WIFI) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৭ সাল থেকে চলমান রয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১০১১ জন নারী উদ্যোক্তাকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে; নারীদের উন্নয়নে ওমেন ইনোভেশন ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১০টি নারীবান্ধব প্রকল্পকে ফান্ড প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে এ পর্যন্ত ৬৯১ জন এবং অন্যান্য কার্যক্রমে আরও ৪ হাজার ৮০৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবছর আইসিটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত ৩৮৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

- ৩৩৩ হেল্পলাইনকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব কল সেন্টারে পরিণত করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম :
  - ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ তৈরি;
  - শারীরিক প্রতিবন্ধীদের তথ্য ও সেবাকেন্দ্র;
  - প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ ই-পরিষেবা;
  - বাক্-প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বল্পমূল্যের ডিভাইস;
  - মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য স্বল্পমূল্যের মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক রিডার।
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের প্রথম ইনক্লুসিভ ইউনিভার্সিটি বাস্তবায়ন করার কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইনক্লুসিভ ইউনিভার্সিটি হিসেবে তৈরি করতে সহযোগিতা করা হবে।
- দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এবং নিরক্ষরদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ১০৯টি পাঠ্যবইয়ের ডিজিটাল টকিং বুক চালু রয়েছে;

- সকল ওয়েবসাইট প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে একটি ওয়েব অ্যাকসেসিবিলিটি টুলকিট তৈরির জন্য চ্যালেঞ্জ ফান্ড দেওয়া হয়েছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীরা যেন সহজে ভাতা পেতে পারে, সে জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রভিত্তিক একটি পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন বয়স্ক নাগরিককে ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল 'তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যা জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নানামুখী উদ্যোগ

'তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে এনডিডিসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিসিসির ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে একটি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সেমিনার

আইসিটি প্রশিক্ষণ প্ররিদর্শন

করে মোট ৭টি 'আইসিটি রিসোর্স সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি 'আইসিটি রিসোর্স সেন্টার'-এর জন্য ২১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৩টি ল্যাপটপ, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, কম্পিউটার টেবিল, চেয়ারসহ অন্যান্য যন্ত্রাদি ও আনুষঙ্গিক ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়। এই প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত ২,৮০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনা ফিসহ যাতায়াত, আবাসন ভাতা এবং কোর্স উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

ডিজঅ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ

বিসিসির 'তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে এনডিডিসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে সারা দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের চিহ্নিতকরণ, সঠিক পরিচর্যা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে অবগত করতে 'ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। ওই প্রশিক্ষণে ৩৭৮ জন কমিউনিটি ডিজ্যাবিলিটি এক্সপার্ট (সিডিই) এবং ২১৬ জনকে Health Allied Professionals (ডাক্তার ও নার্স) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কমিউনিটি ডিজ্যাবিলিটি এক্সপার্ট (সিডিই)দের "ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ" প্রদান

চাকরী মেলা

২০১৫ সাল থেকে বিসিসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলার আয়োজন করে আসছে। প্রতিবছরই এই প্রতিবন্ধী মেলায় অসংখ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সারা দেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন। এ মেলায় আইটি শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এনজিওসহ অনেক চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি প্রদান করে থাকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরী মেলা ২০১৯

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরী মেলা ২০২০

জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা

বিসিসি প্রতিবছর যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে এবং ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ওই প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে ৪ ক্যাটাগরিতে (শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, এনডিডি,

জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা

বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করে। জাতীয় এ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিজয়ী ৪টি ক্যাটাগরি থেকে ৪ জন পরবর্তী সময়ে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনুষ্ঠেয় গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ

জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা ৪টি ক্যাটাগরিতে ৪ জনের বাংলাদেশ দল ২০১৬ সাল থেকে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আয়োজিত গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আসছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ দল কোরিয়ার বুশানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল এবং এনডিডি এবং বাক ও শ্রবণ ক্যাটাগরিতে ২ জন প্রতিযোগী চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়া বিভাগীয় কেন্দ্রগুলো থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, সেমিনার এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ছিটমহলে আইসিটি প্রশিক্ষণ

- ছিটমহলগুলোতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আইসিটিতে দক্ষ করে তুলতে ১,২০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy ও IT Support Technician বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- এ কর্মসূচির আওতায় ছিটমহল এলাকায় ২টি D-SET (Digital Service Employment & Training Center) নির্মাণ করা হয়। এর ফলে ছিটমহল এলাকার তরুণ-তরুণীরা সরকারি ও বেসরকারি সকল ডিজিটাল সেবা গ্রহণ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

ছিটমহলে আইসিটি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণ

- বিসিসি জাতিসংঘের এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক ট্রেনিং সেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্টের (ইউএন-এপিসিআইসিটি) সহযোগিতায় WIFI প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৫৩৬ জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- আইসিটি অধিদপ্তরের অধীন 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,৫০০ জন নারীকে Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider ও Women Call Centre Agent–এই তিন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী অনেক প্রশিক্ষণার্থী এখন স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং ইতিমধ্যে ৫০১ জন উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ৯১৯ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

Bangladesh IT-Engineers Examination Center (BD-ITEC)

- IT Engineers Examination (ITEE)-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৩৬৫ জনকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। ১২৭ জনকে জাপানিজ ভাষা, জাপানিজ বিজনেস কালচার ও আইটির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে জাপানে ৮১ জনের চাকরি হয়েছে। এ ছাড়া ১৯ জনের চাকরি হয়েছে জাপানভিত্তিক বাংলাদেশি কোম্পানিতে।

Bangladesh-Japan ICT Engineer Training Program (B-JET)

- প্রকল্পের আওতায় জাপানি ভাষা, জাপানিজ বিজনেস কালচার ও আইটির ওপর ৩ মাস মেয়াদি Bangladesh-Japan ICT Engineer Training Program (B-JET) নামক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

B-JET সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান।

- ইতিমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ২২৮ জন সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এদের মধ্যে ১৭৪ জনের কর্মসংস্থান জাপানে এবং ৫৩ জনের কর্মসংস্থান জাপান-বেইজড বাংলাদেশি কোম্পানিতে করা হয়েছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের কর্মসংস্থানের হার প্রায় ১০০%।

ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ

লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ১ লক্ষাধিক জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রিল্যান্সার বানানো হয়েছে। এর মধ্যে ৪১,৬০০ জন নারী। প্রফেশনাল আউটসোর্সিং ট্রেনিংপ্রাপ্তরা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৩ লাখ মার্কিন ডলার আয় করেছে।

- ১ম পর্যায়ে ২০১৬-১৭ সালে দেশের ৬৪ জেলায় ৬৫০টি ব্যাচে মোট ১৩ হাজার জন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মোট উপার্জিত আয় প্রায় ৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার।
- ২য় পর্যায়ে করোনা মহামারির সময়ে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ১৫টি লটে ২০০০টি ব্যাচে দেশের ৬৪ জেলায় ৩টি কোর্সে (গ্রাফিকস ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং ও ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) ৫০ দিনব্যাপী (২০০ ঘণ্টার) অনলাইন প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

ICT in Education Literacy বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মোট ৮,৭০৩ জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ICT in Education Literacy বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলে স্থাপিত ল্যাবের সঠিক ব্যবহারসহ বেসিক আইসিটি, ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ব্যবহার, শিক্ষক বাতায়ন ও মুক্তপাঠ-এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারে।

ভাষাগুরু সফটওয়ার-এর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

আইসিটি অধিদপ্তরের উদ্যোগে BUET-এর মাধ্যমে ১,০২৪ জন সহকারী প্রোগ্রামার/শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষক হিসেবে ভাষাগুরু সফটওয়্যারের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ওই প্রশিক্ষকেরা জেলা পর্যায়ে স্থাপিত ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে স্থানীয় তরুণ/তরুণীকে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের নিমিত্তে ৯টি (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানিজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) ভাষার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা অন-লাইন কোর্স

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্স' নামক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৩,১৪৮ জন প্রশিক্ষনার্থী কোর্স সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট অর্জন করেছে।

সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে নারীদের সচেতন করে তোলা

সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে নারীদের সচেতন করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (সিসিএ) কার্যালয়ের উদ্যোগে এ পর্যন্ত সারা দেশের ৮টি বিভাগের ১৮৭টি গার্লস স্কুলে 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। কর্মশালাগুলোতে ৮ম-১০ম শ্রেণির প্রায় ৪৯,৯০৭ জন ছাত্রী হাতে-কলমে সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক বিশদ প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

হাই-টেক/আইটি পার্ক-এ মানবসম্পদ তৈরি ও কর্মসংস্থান

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় ১৮,০০০ (আঠারো হাজার)-এর অধিক লোকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। এদের মধ্যে ৯৮ জন প্রশিক্ষণার্থী ভারতের ইনফোসিস থেকে এবং ৫০ জন জাপানের ফুজিৎসু রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে উচ্চ প্রযুক্তি যেমন- আইওটি, রোবটিকস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডেটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি, এআর/ভিআর, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

চালু হওয়া হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কসমূহে ৩,০২৯ জন এবং ১২টি বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ৫,৫৬১ জন এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন আইটি কোম্পানিতে ৪,৪৭৬ জনকে চাকরি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১৩,০৬৬ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক

আইসিটি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ৭,০৭২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ১,৮৯১ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ

- ৩৮ হাজারের বেশি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য এমএমসি মনিটরিং অ্যাপ ও ড্যাশবোর্ড চালু।
- প্রায় ২,৫০,০০০ শিক্ষক এবং ১,৬৫০ মাস্টার ট্রেইনার মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরির বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন।
- ১০০০ শিক্ষককে প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

কিশোর বাতায়ন

কিশোর বাতায়ন কিশোর-কিশোরীদের জন্য নির্মিত একটি শিক্ষামূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেখানে কিশোর-কিশোরীরা একই সঙ্গে বাতায়নে বিদ্যমান কনটেন্ট দেখতে পারছে ও নতুন কনটেন্ট যুক্ত করতে পারছে।

- কানেক্ট বা কিশোর বাতায়নে প্রায় ২৭ লাখ শিক্ষার্থী যুক্ত হয়েছে এবং ৩১,৩৮৩টিরও বেশি মানসম্মত কনটেন্ট রয়েছে, যার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

শিক্ষক বাতায়ন

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষক বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে।

- সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন, চিত্র, ডকুমেন্ট, প্রকাশনা ইত্যাদি কনটেন্ট সংরক্ষিত রয়েছে।
- এসব কনটেন্ট ব্যবহার করে শিক্ষকগণ মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাসরুমে শিক্ষা প্রদান করছেন। শিক্ষক বাতায়নের নিবন্ধিত সদস্য প্রায় ৪ লাখ ৪৯ হাজার জন।

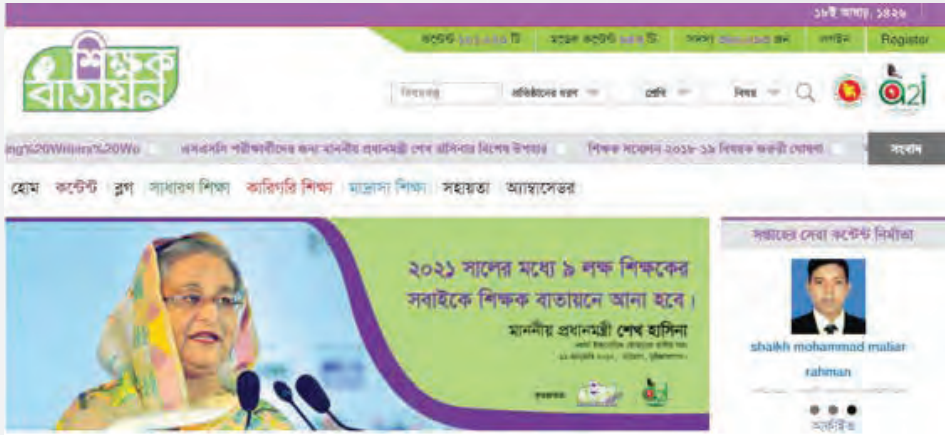

- কন্টেন্টের সংখ্যা ৩ লাখ ৩১ হাজারেরও অধিক এবং মডেল কনটেন্ট সর্বমোট ৯৫৩টি, যা শিক্ষকেরা পাঠদানে ব্যবহার করছেন।

মুক্তপাঠ

'মুক্তপাঠ' বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, যেখানে অনলাইনে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

- মুক্তপাঠে বর্তমানে ১০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী নিবন্ধিত রয়েছে, যারা ১৮০টি কোর্সের বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছে।
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান মুক্তপাঠের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনলাইনে কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।
- এ পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার সরকারি কর্মকর্তা মুক্তপাঠে কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে প্রায় ১৬ লাখ ৫২ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী বিভিন্ন কোর্সে নিবন্ধিত হয়েছেন এবং ৮ লাখ ৭৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করায় সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।
- ইতিমধ্যে ১ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী অ্যাপটি ব্যবহার করে মুক্তপাঠে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

মেধা সম্পন্ন যুবশক্তি

দেশব্যাপী বিভিন্ন বয়সের এবং গোষ্ঠীর (পুরুষ, মহিলা, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী) তরুণদের কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়ন এবং যথাযথ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগ।

- এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ২লক্ষ ৭৮ হাজারে অধিক প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে।
- ২ লক্ষ ৪১ হাজারের অধিক প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

দক্ষতা বাতায়ন

বেকার যুবক-যুব মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে যথোপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে। নতুন প্রশিক্ষণের সময়সূচি, কোর্সসমূহের বিবরণ, চাকরিসংক্রান্ত তথ্য, প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে একই প্ল্যাটফর্মে আনার এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে 'দক্ষতা বাতায়ন'। বর্তমানে দক্ষতা বাতায়নে ৩ লাখের অধিক নিবন্ধিত যুব, ১,৫৫১ নিবন্ধিত ইন্ডাস্ট্রি/নিয়োগকর্তা এবং ৬০৫টি নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

ইমাম বাতায়ন

দেশের ৩ লাখ ইমাম-মুয়াজ্জিনদের অনলাইনে একটি প্ল্যাটফর্মে আনতে 'ইমাম বাতায়ন' তৈরি করা হয়েছে।

- এখানে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি তাঁদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বর্তমানে ইমাম বাতায়নে ১,৩৩,৮৬১ জন সদস্য এবং ১৩,৭২৪টি কনটেন্ট রয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ই-গভর্নমেন্ট

ই-গভর্মেন্ট

- **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) :** ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইন্টারঅপারেবিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ছাড়া যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে :
  - কোভিড-১৯ ট্র্যাকার;
  - করোনাভাইরাসের সংক্রমণবিষয়ক তথ্য সংগ্রহকারী সিস্টেম;
  - ডিজিটাল খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম;
  - কৃষকের অ্যাপ;
  - প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ই-পেনশন সার্ভিস;
  - জনশক্তি রপ্তানিবিষয়ক মোবাইল অ্যাপস ও
  - প্রজেক্ট ট্রেকিং সিস্টেম বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে জনগণের ভোগান্তি কমিয়ে সেবা প্রদান করা সহজতর হয়েছে। ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমে এবং বিসিসি কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেটে Blockchain Integration-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- BGD e-GOV CIRT : সাইবার নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সাইবার ক্রাইমবিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস করতে বিজিডি ই-গভ সার্ট এ পর্যন্ত যেসব কাজ করেছে :
  - ১৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ২০টি ডিজিটাল ফরেনসিক সহায়তা;
  - ২৬১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৪,৫০০টি সাইবার ইনসিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা;
  - ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT);
  - সর্বমোট ১,২১৩টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্কবার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ;
  - ১৫টি নির্দিষ্ট সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে ১৮১টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো;
  - সর্বমোট ১৫টি আইটি অডিট এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রদান;
  - আইটি পলিসি এবং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ইউনিট;
  - রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করা;
  - ৩টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ঝুঁকি মূল্যায়ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে সাইবার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং সাইবার ক্রাইমবিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

- **ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন:**

ডিজিটাল বাংলাদেশ : ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৯টি পৌরসভা ও ১টি সিটি করপোরেশনে

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় কর্তৃক ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান রিপোর্টের মোড়ক উন্মোচন

'ডিজিটাল মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট' নামে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন চলছে। ওই পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে সার্টিফিকেট, ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং ট্যাক্স, পানির বিল, প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট মোট ৫টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- **বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি সফটওয়্যার উন্নয়ন :** সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পাইলট ভিত্তিতে

পরিকল্পনা কমিশনে ইনভেন্টরি মডিউল এর উদ্বোধন

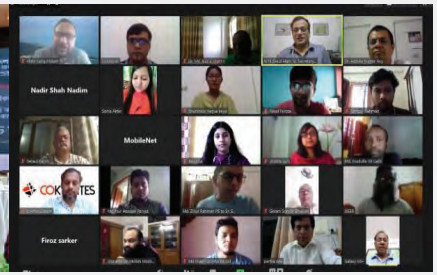

Event and Meeting management Module এর উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য একটি ERP সলিউশন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৯টি মডিউলের মধ্যে ৪টি মডিউলের উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং এর মধ্যে ৩টি মডিউল (Meeting Management, Inventory Ges Procurement) প্রকল্পের ১০টি স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হচ্ছে।

- **গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণে সফটওয়্যার টুলস / অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন :**

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাকে বিভিন্ন মাধ্যমে (ওয়েব, মোবাইল, কম্পিউটার) ব্যবহারযোগ্য করার জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন করা হচ্ছে। এর প্রধান কম্পোনেন্টগুলো হলো :

- বাংলা করপাস উন্নয়ন
- বাংলা থেকে পৃথিবীর প্রধান ১০টি ভাষায় অটোমেটিক যান্ত্রিক অনুবাদক উন্নয়ন
- বাংলা OCR উন্নয়ন (টাইপ করা ও হাতের লেখা অটোমেটিক শনাক্তকরণ ও কম্পোজ)
- কথা থেকে লেখা এবং লেখা থেকে কথায় রূপান্তর সফটওয়্যার
- বাংলা বানান ও ব্যাকরণ সংশোধক উন্নয়ন
- প্রতিবন্ধীদের জন্য স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার উন্নয়ন
- বাংলা অনুভূতি বিশ্লেষণের সফটওয়্যার উন্নয়ন
- ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষার জন্য কি-বোর্ড উন্নয়ন প্রভৃতি।

প্রকল্পের আওতাধীন ১৬টির মধ্যে ১১টি কম্পোনেন্টের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২০-এর মধ্যেই পাঁচটি কম্পোনেন্টের ডেমো ভার্সন সবার জন্য উন্মুক্ত করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন

- সাইবার নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিরাপদ ই-মেইল সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সংগ্রহ করে জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৮৯,৭৯৯ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিরাপদ ই-মেইল বিতরণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে।

Interoperable Digital Transaction Platform (IDTP)

- দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং ডিজিটাল অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তবিনিময় যোগ্যতা, কম খরচ, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে iDEA প্রকল্পের আওতায় Interoperable Digital Transaction Platform (IDTP) বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
- বিভিন্ন পেমেন্ট সার্ভিস অংশগ্রহণকারীদের যেমন গ্রাহক, মার্চেন্ট, অর্থ প্রদান ও গ্রহণকারী, পেমেন্ট প্রসেসর, ই-ওয়ালেট, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পেমেন্ট, সিস্টেম অপারেটর এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনের সেতুবন্ধ করবে IDTP।
- IDTP বাস্তবায়িত হলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হবে, যা Cashless Society গঠনে সহায়ক, সর্বোপরি অর্থ জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধ রোধে সহায়ক হবে।
- IDTP বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এমএফএস ও ওয়ালেটকে নিয়ে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করেছে।

অনলাইনে বাংলাভাষার মান উন্নয়ন

- বাংলা বর্ণমালার জন্য বিদ্যমান কোড সেট-এর মান BDS 1520:2000-কে হালনাগাদকরণ এবং মোবাইল ফোনে বাংলা ব্যবহারের জন্য মোবাইল বাংলা কি-প্যাডের মান উন্নয়ন করা হয়েছে। বাংলা বর্ণমালার বিদ্যমান কোড সেট ইউনিকোড ৬-এর ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়েছে।
- Bangla Character Code Set-wU BDS 1520:2011 নামে এবং প্রস্তাবিত বাংলা কি-প্যাডটি BDS 1834:2011 বাংলাদেশ মান হিসেবে BSTI কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছে।
- বাংলা ভাষা সম্প্রসারণের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন : Sorting Data, বাংলা Font Conversion।

সফটওয়্যার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার

- সফটওয়্যারের গুণগতমান নির্ধারণে 'সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার' স্থাপন হয়।
- সেন্টারে এ পর্যন্ত ৯টি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এবং ২টি মোবাইল অ্যাপ টেস্টিং সম্পন্ন হয়েছে।

- অনলাইনে/মোবাইল অ্যাপসে ৯টি ভাষা সহজে শেখার জন্য 'ভাষাগুরু অ্যাপ'।
- Livestock Department এবং Civil Aviation Authority-এর জন্য মোবাইল অ্যাপস।
- Digitalization of e-Service at Rajshahi City Corporation.
- iOS & android based Mobile/web app for MIS, Dhaka University
- Citizen Help Desk App,
- PPR-2008 apps,
- Constitution of Bangladesh App,
- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ACR App,
- ডেঙ্গু সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে The Age of Dengu নামক গেম উন্নয়ন।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় কর্তৃক সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন সেন্টার উদ্বোধন (বৃহস্পতিবার, ২৬ জুলাই, ২০১৮)

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সিসিএ-এর কার্যালয়ের সেবা কার্যক্রম

সরকারের রূপকল্প ২০২১ পূরণে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থায় ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৬,৭৫৯ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষরবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

"অনলাইন ও অফলাইন প্লাটফরমে" ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- জন্মনিবন্ধন, আরজেএসসি রেজিস্ট্রেশন, ই-টিআইএন, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন Admit Card এবং পরীক্ষামূলকভাবে ই-নথি, বিভিন্ন ব্যাংক ইত্যাদি সেবায় ইতিমধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে 'সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিসিএ কার্যালয় ও এর অংশীজনের ১২০ জন কর্মকর্তাদের দক্ষতা মানোন্নয়নে ডিজিটাল নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) ছাত্রীকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- দেশে ই-কমার্স, ই-লেনদেন, ই-গভর্ন্যান্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সিসিএ কার্যালয় ই-সাইন গাইডলাইন-২০২০, বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন পলিসি-২০২০, বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি-২০২০, টাইম স্ট্যাম্পিং সার্ভিসেস গাইডলাইনস ফর সার্টিফাইং অথরিটিজ-২০২০, সিএ নিরীক্ষা গাইডলাইন-২০২০, ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টারঅপারেবিলিটি গাইডলাইন-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীর তথ্য যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের NID ডেটাবেসের সঙ্গে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয় OIC-CERT-এর সদস্যপদ লাভ করেছে। বাংলাদেশ পিকেআই ফোরাম (BPKIF) গঠন করা হয়েছে। এটি ইতিমধ্যে এশিয়া পিকেআই কনসোর্টিয়ামের (APKIC) সদস্যপদ লাভ করেছে।
- সিসিএ কার্যালয়ে Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) নামে একটি অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে।

- সিসিএ কার্যালয়ের 'পিকেআই (পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়।

সাইবার নিরাপত্তায় চুক্তি স্বাক্ষর:

- জাতীয় সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য Cambodia Computer Emergency Response Team (CamCERT), General Department of ICT, Cambodia এর সহিত ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র দ্বি-পাক্ষীক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কলসেন্টারভিত্তিক সেবা

সরকার কল সেন্টারভিত্তিক সেবা চালু করেছে। ৯৯৯, ৩৩৩-এর সেবা এখন দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

৯৯৯ এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা

জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরে জনগণের জন্য মোবাইল ফোনভিত্তিক হেল্পডেস্ক বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস '৯৯৯' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। পরীক্ষামূলকভাবে চালু অবস্থায়ই এই সার্ভিসটি মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এই কল সেন্টারের ৩৩ লাখ ফোন কলের বিশ্লেষণ করে ৯৯৯ চালুর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করে। ৯৯৯ ইমার্জেন্সি সার্ভিস চালুর মাধ্যমে দেশের সব নাগরিকের জন্য জরুরি পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩

- ঘরে বসেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বাংলাদেশের নাগরিকগণ জাতীয় তথ্য বাতায়নের সকল তথ্য ও সেবা যেন পেতে পারেন, সে জন্য জাতীয় তথ্য বাতায়নের হেল্পলাইন (৩৩৩) চালু করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় কর্তৃক ৩৩৩ এর শুভ উদ্বোধন

- এ ছাড়া এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকর্তার নিকট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান ও নাগরিক সেবাপ্রাপ্তির বিষয়ে অনুরোধ করতে পারেন।
- এই হেল্পলাইনে এ পর্যন্ত মোট ২ কোটি ১৪ লাখেরও অধিক কল গৃহীত হয়েছে, যার মাধ্যমে ১৯ হাজারের অধিক সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনকে সেবাকেন্দ্রিক হেল্পলাইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এখন পর্যন্ত ১৫টিরও বেশি সেবা যুক্ত করা হয়েছে।
- করোনাসম্পর্কিত ৩৯ লাখেরও অধিক নাগরিক কল গৃহীত হয়েছে।
- নাগরিকদের সাইবার নিরাপত্তাসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ৩৩৩-এর মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি থেকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি বাতায়ন এবং কৃষক বন্ধু ফোনসেবা ৩৩৩১

দেশব্যাপী কৃষকের দোরগোড়ায় দ্রুত ও আরও সহজে কার্যকরী ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষক বন্ধু' ফোনসেবার (৩৩৩১ কল সেন্টার) মাধ্যমে কৃষিবিষয়ক যেকোনো পরামর্শ ও সেবা সহজলভ্য করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষি বাতায়নে ৮১ লাখ কৃষকের তথ্য, মাঠপর্যায়ে কর্মরত ১৮ হাজার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ৫১টি উপজেলা কৃষির তথ্য এই বাতায়নে সংযুক্ত রয়েছে।

হেল্প ডেস্ক সার্ভিস

জনগণকে সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক প্রাথমিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ডিজিটাল সিকিউরিটি হেল্পডেস্ক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১০৪ অথবা ৩৩৩-এর মাধ্যমে জনগণ ফোন করে অথবা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চ্যাট-বট ইত্যাদি ব্যবহার করে সহায়তা বা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

জাতীয় তথ্য বাতায়ন

- জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি দপ্তর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়সহ ৫১ হাজারেরও

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় কর্তৃক জাতীয় তথ্য বাতায়নের শুভ উদ্বোধন

অধিক সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইটের একটি সমন্বিত রূপ বা ওয়েব পোর্টাল হচ্ছে জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

- বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে সরকারি দপ্তরের এ পর্যন্ত ৬৫৭টি ই-সেবা এবং ৮৬ লক্ষ ৪৪ হাজারেরও অধিক বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট যুক্ত করা হয়েছে। এ বাতায়নে প্রতিদিন গড়ে ১ লাখেরও বেশি জনগণ তথ্যসেবা গ্রহণ করছে।

ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান

- ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের (ইউআইএসসি) উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেদিন ভোলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ চর কুকরিমুকরি থেকে ইউএনডিপির প্রশাসক ও নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্ক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে যুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে এসব কেন্দ্র ডিজিটাল সেন্টার নামে পরিচিত।
- জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সারা দেশে ৬,৭৯০টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়।
- এসব কেন্দ্র থেকে ২৭০ ধরনের সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রাথমিক পর্যায়ে ১০১৩টি বিদ্যুৎবিহীন ইউনিয়নে সৌরবিদ্যুৎ সুবিধা দিয়ে কেন্দ্র চালু করা হয়েছিল।
- যাত্রা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এসব কেন্দ্র থেকে ৫৪ কোটি ৮৫ লক্ষের বেশি সেবা প্রদান করা হয়েছে। গড়ে প্রতি মাসে ৭৫ লাখ নাগরিক বিভিন্ন ধরনের সেবা নিয়ে থাকেন।
- বর্তমানে ১৩ হাজারের অধিক উদ্যোক্তা ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে; তার মধ্যে ৪ হাজারের বেশি নারী উদ্যোক্তাও রয়েছেন।

ই-নথি:

- ই-অফিস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সরকারি অফিসে কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি আনয়নে ই-নথি বর্তমানে ৮ হাজারেরও বেশি অফিসের প্রায় ৯৬ হাজারেরও অধিক কর্মকর্তা ব্যবহার করছে।

ই-নথি

- এ পর্যন্ত ১ কোটি ৪০ লাখের বেশি ফাইল ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।

ই-নামজারি

- প্রতিবছর দেশে প্রায় ২২ লাখ নামজারি মামলা দায়ের হয়। এ সকল মামলা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিচালনায় জনগণের সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস পাশাপাশি এ খাতে দুর্নীতি ও হয়রানি কমে যাবে।
- ভূমি অফিসের নামজারি ও জমা-খারিজ সেবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কম সময়ে, কম খরচে ও ভোগান্তিহীনভাবে প্রদানের জন্য ই-নামজারি (e-mutation) ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। এর লিংক হলো http://land.gov.bd
- ই-নামজারি সিস্টেমটি সর্বমোট ৪৬৫টি উপজেলায় ও ২০টি সার্কেল অফিসসহ প্রায় সাড়ে ৪ হাজার অফিসে বাস্তবায়ন চলছে। এ পর্যন্ত ই-নামজারির মাধ্যমে প্রায় ২৫ লাখ আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে।

আর এস খতিয়ান সিস্টেম

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত আরএস খতিয়ানসমূহ অনলাইনে প্রদর্শন ও বিতরণের লক্ষ্যে এটুআই ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর আরএস খতিয়ান সিস্টেম তৈরি করেছে। ডিজিটাল রেকর্ড রুমে ৩ কোটি ৫০ লাখেরও অধিক ডিজিটাল খতিয়ান রেকর্ড করা হয়েছে এবং প্রায় ১ কোটি অনলাইন আরএস খতিয়ান প্রকাশিত হয়েছে।

ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব

- দ্রুত ই-সার্ভিস বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসেবে সম্ভাব্য কী কী সেবা ই-সেবায় রূপান্তর হতে পারে, তার একটি রোডম্যাপ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। রোডম্যাপের পরবর্তী ধাপ হিসেবে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব নামের একটি অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। যার মাধ্যমে চিহ্নিত করা সরকারি সকল সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হচ্ছে এবং একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ২৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সকল জনবান্ধব সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১১৯২টি সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে।

অনলাইন গ্রিভেন্স রি-এড্রেস সিস্টেম

- সরকারি দপ্তরের প্রতিশ্রুত সেবা বা পণ্য এবং সেবাপদ্ধতি সম্পর্কে সেবাপ্রত্যাশীদের ইলেকট্রনিক উপায়ে অভিযোগ দাখিলের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুরোধে অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বা জিআরএস (GRS) তৈরি করা হয়েছে।
- বর্তমানে সিস্টেমে ৮ হাজারেরও বেশি সরকারি অফিস সংযুক্ত রয়েছে এবং দাখিলকৃত ৩,৩০২টি অভিযোগের মধ্যে ১,২৮৬টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

একসেবা

- সকল সেবা একটিমাত্র প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে একসেবা প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ৮,১৫১টি দপ্তরকে একসেবার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং ৩৩৪টি সেবা সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- বর্তমানে একসেবায় নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭৪ হাজারের বেশি। আবেদন এসেছে ১৪ হাজারেরও বেশি। আবেদন নিষ্পন্ন হয়েছে ৫,৭০৯টি।

মাইগভ প্ল্যাটফর্ম

সরকারি সব সেবা এক প্ল্যাটফর্মে আনার অঙ্গীকার নিয়ে 'আমার সরকার বা মাই গভ' প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। কেউ বিপদে পড়লে অ্যাপটি খুলে মোবাইল ফোন ঝাঁকালে সরাসরি ৯৯৯ নম্বরে চলে যাবে ফোন। একই সঙ্গে ব্যবহারকারীরা ৩৩৩ নম্বরে কল করেও নানা

মাইগভ অ্যাপ

ধরনের তথ্য ও সেবা নিতে পারবেন অ্যাপটি থেকে। প্রয়োজনীয় তথ্যের সেবার জন্য আবেদন, কাগজপত্র দাখিল, আবেদনের ফি পরিশোধ এবং আবেদন-পরবর্তী আপডেট জানা যাবে অ্যাপেই। শুধু ভয়েস ব্যবহার করেও সেবার আবেদন, আপডেটসহ অন্যান্য বিষয় জানা যাবে। আর আবেদনকারীর পরিচয় নিশ্চিত করা হবে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাহায্যে। প্ল্যাটফর্মটিতে বর্তমানে ৩৩৪টি সেবা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই প্ল্যাটফর্মটি রেপিড ডিজিটাইজেশনের আওতায় প্রায় ৬৪১টি সেবা ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে।

উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর

উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর (উত্তরাধিকার.বাংলা বা uttoradhikar.gov.bd) একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটর, যা দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টন হিসাব করা যায়। মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টনব্যবস্থার জটিলতা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা থেকেই উত্তরাধিকার বাতায়ন এবং অ্যাপের যাত্রা। এখন পর্যন্ত ১ লাখের বেশি নাগরিক উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করছেন।

বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত ও অধস্তন আদালতসহ বিচার বিভাগের সব তথ্য নিয়ে চালু আছে বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও জনমুখী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং আদালত ও নাগরিকের মধ্যকার দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে এ বাতায়নের যাত্রা। বর্তমানে ৬৪টি জেলা আদালতে, ৫টি দায়রা আদালতে এবং ৮টি ট্রাইব্যুনালে বিচার বিভাগীয় বাতায়ন সক্রিয় রয়েছে।

ই-মোবাইল কোর্ট

ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে খুব সহজে ও দ্রুততার সাথে অনলাইনে এবং প্রয়োজনে অফলাইনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা মোবাইল কোর্টের সব কার্যক্রম যেমন: অভিযোগনামা দায়ের, অভিযোগ গঠন, জব্দতালিকা প্রস্তুত, জবানবন্দি গ্রহণ ও আদেশ প্রদান করতে পারেন। এখন পর্যন্ত ই-মোবাইল কোর্টে ৭,৮০৯ জন ব্যবহারকারী রয়েছেন এবং ১ লাখেরও অধিক মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

সেবা সহজিকরণ

- বর্তমান সেবার ধাপসমূহের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে ধাপসমূহ কমিয়ে জনগণের কাছে কাঙ্ক্ষিত সময়ে, কম খরচে এবং হয়রানিমুক্তভাবে সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহও সহজে সেবা প্রদান করতে পারছেন।
- এখন পর্যন্ত ৪২৪টি সেবা সহজীকরণের প্রস্তাব তৈরি হয়েছে এবং ৪০টির অধিক সেবা বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩৬টি সংস্থার বিস্তারিত তথ্যসংবলিত 'সেবা প্রোফাইল বই' প্রকাশ করা হয়েছে এবং ২০টি সংস্থা তাদের সেবা সহজীকরণ কার্যক্রমকে 'সেবা সহজীকরণ দৃষ্টান্ত' নামে বই আকারে প্রকাশ করেছে।

এসডিজি ট্র্যাকার

- ২০৩০ সালে এসডিজি অর্জনের জন্য সঠিক নীতি নির্ধারণ এবং সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করতে এবং তথ্যনির্ভর নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী হালনাগাদ তথ্যভিত্তিক অনলাইন ডেটাবেস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে এসডিজি ট্র্যাকার।
- এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে রাখার ফলে সব প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারছে।
- এসডিজি ট্র্যাকারে বর্তমানে ১০৮টি সূচকের ডেটা এন্ট্রি হয়েছে, যার মধ্যে ১০৫টি সূচকের ডেটা পাবলিশ করা হয়েছে। মোট ৫৪২ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ট্র্যাকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২৬টি এজেন্সি ট্র্যাকারে ডেটা হালনাগাদ করা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা

এজেন্ট ব্যাংকিং

- প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের সকল ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং উদ্যোগটি গৃহীত হয়েছে। ফলে নাগরিকেরা ডিজিটাল সেন্টার থেকে অ্যাকাউন্ট খোলা, টাকা পাঠানো, সঞ্চয় করা, ঋণ গ্রহণ, বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স উত্তোলন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন ধরনের ফি প্রদান ইত্যাদি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে।
- প্রান্তিক পর্যায়ের নাগরিকদের জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণে ৮,৩০৮টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ১২,৪৬৬ কোটি টাকার বেশি আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।

জিটুপি সিস্টেম

- জিটুপি সিস্টেমের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রভিত্তিক একক আইডি ব্যবহার করে ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

- এটি সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় রাষ্ট্র কর্তৃক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক বা অন্য কোনো সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা।
- এই প্ল্যাটফর্মে ২২ লাখেরও অধিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ইলেকট্রনিক/ডিজিটাল (জিটুপি) উপায়ে সেবা গ্রহণের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৫৩ কোটি ৩৯ লাখের অধিক টাকা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট ডিজিটাল উপায়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

ই-চালান

- সরকারি বিভিন্ন সেবার ফি আদায় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে চালান ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- সরকারি বিভিন্ন সেবার ফি ইলেকট্রনিক উপায়ে গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগের প্রত্যক্ষ

তত্ত্বাবধানে সরকারের রাজস্ব আদায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাটির একটি ইলেকট্রনিক চালান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে।

- বর্তমানে ই-চালানে ২৮টি সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে ১,২৬৩ কোটি টাকার অধিক লেনদেন করা হয়েছে।

একপে

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পারসন-টু-বিজনেস (পিটুবি) পদ্ধতির কেন্দ্রীয়করণের উদ্দেশ্যে পরিষেবা বিল ও ফি প্রদানের পদ্ধতি সহজ করার লক্ষ্যে 'একপে' নামে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে।
- দেশের সব পরিষেবা বিল, শিক্ষাসংক্রান্ত ফি ও অন্য সব ধরনের ফি প্রদানের পদ্ধতি সহজ ও সমন্বিত করা হয়েছে 'একপে'র মাধ্যমে।

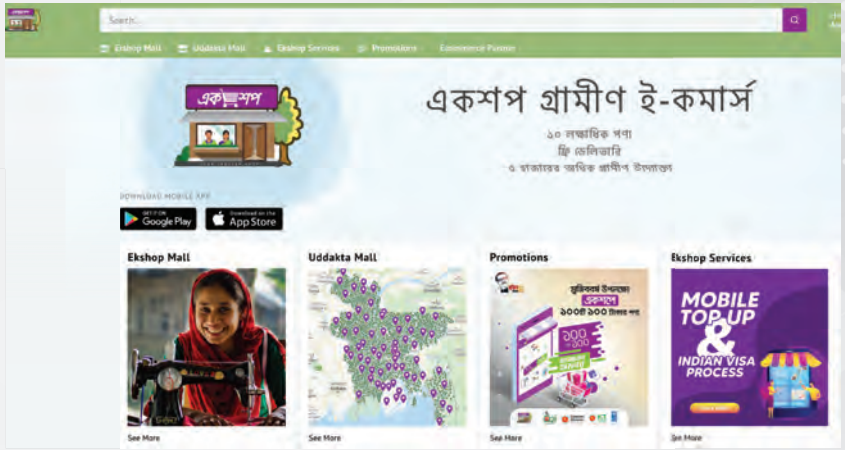

- এ পর্যন্ত ১০টি আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে 'একপের' পার্টনারশিপ সম্পন্ন হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে উদ্বোধনকৃত এই সিস্টেম থেকে ৪ লাখের বেশি নাগরিক সেবা গ্রহণ করেছেন।

একশপ

- সহজ ও দ্রুত সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রথম রুরাল অ্যাসিস্টেড ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম হলো একশপ।
- ইতিমধ্যে ৬ লাখেরও অধিক গ্রাহক একশপের মাধ্যমে ই-কমার্স সেবা গ্রহণ করেছে।
- বর্তমানে ৬,১৩২ জন গ্রামীণ কারিগর একশপের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করছে। ইতিমধ্যে একশপ ৭১ লাখেরও অধিক পণ্য ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন

সরকার আগামী ২০২১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আইসিটি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং আইসিটি শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে ট্যাক্স হলিডেসহ নানাবিধ ইনসেনটিভ প্যাকেজ ঘোষণাও দেওয়া হয়। এর ফলে আইসিটি রপ্তানি ২০১৯ সালে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়।

আইসিটি শিল্পের বিকাশে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়

- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা।
- হার্ডওয়্যার সংযোজন বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর আমদানি শুল্ক কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়।
- আইটি/আইটিইএস খাতে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ প্রনোদনা।
- এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের (বিসিজি) সহযোগিতায় স্ট্র্যাটেজিক সিইও আউটরিচ প্রোগ্রাম চালু করা হয়। এ প্রোগ্রামের আওতায় বিসিজি দেশি আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০০-এর অধিক বৃহৎ বিদেশি আইটি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন, সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক উন্নয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত সিইও আউটরিচ (CEO Outreach) প্রোগ্রাম

- বি-টু-বি ম্যাচমেকিং-এর ফলে স্বনামধন্য বিদেশি আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে নানা ধরনের চুক্তির আওতায় দেশীয় আইটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশে আইটি প্রোডাক্ট ও সার্ভিস রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক আইটি মার্কেটে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বা কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং ব্যাপকতর হয়েছে।
- তথ্যপ্রযুক্তির উদীয়মান খাতসমূহে কাজ করার জন্য এলআইসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে আইবিএমের সাথে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে ব্লকচেইন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ডেটা অ্যানালিটিকস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৫টি পাইলট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। একইভাবে সেন্টার অব এক্সিলেন্স 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর'কে সাথে নিয়ে স্থানীয় ১০টি প্রতিষ্ঠানকে এআইভিত্তিক ১০টি প্রোডাক্ট এবং প্রোটোটাইপ তৈরিতে সহায়তা করে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিষয়ক ১০০টি মোবাইল গেম উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ১০০টি গেম উন্নয়নের জন্য আইসিটির ইন্ডাস্ট্রির ১৯টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে।

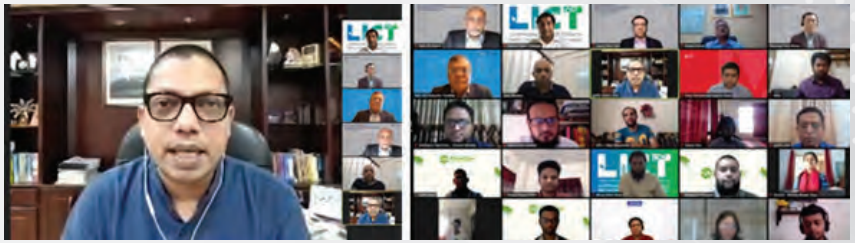

National University of Singapore (NUS) এর মাধ্যমে AI এর উপর প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

- Advance Professional প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের দ্বারা ১০৫টি অ্যাপস ও ৫২টি গেম উন্নয়ন করা হয়েছে।
- হাই-টেক পার্কে আসা বিনিয়োগকারীকে দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) চালু করা হয়েছে। OSS-এর আওতায় ১০টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সব সেবা OSS অনলাইন প্ল্যাটফর্মের আওতায় আসবে।
- আইটি শিল্প ও আইটি শিল্পের ডেভেলপারকে ১৪ ধরনের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :
  - আইটি/আইটিইএস কোম্পানির জন্য ১০ বছর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক ট্যাক্স মওকুফ
  - ডেভেলপারের জন্য ১২ বছর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক ট্যাক্স মওকুফ
  - বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ১০০% মালিকানার সুযোগ
  - বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০০% মুনাফা প্রত্যাবাসন (Profit repatriation)
  - প্রতিটি হাই-টেক পার্ক বন্ডেড ওয়্যারহাউস স্টেশন হিসেবে বিবেচিত হবে
  - মূলধনি সম্পত্তির ওপর আমদানি শুল্ক মওকুফ
  - পুনর্বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লভ্যাংশের ওপর ট্যাক্স মওকুফ
  - বৈদেশিক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আয়ের ওপর পর্যায়ক্রমিক আয়কর মওকুফ

ফ্রিল্যান্সিং পেশার স্বীকৃতিদানে আইডি কার্ড

অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের (ওআইআই) সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, বিশ্বের মোট ফ্রিল্যান্সারের ১৬ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিংয়ের কাজ করছে। কিন্তু ফ্রিল্যান্সিংকে অনেকেই পেশা হিসেবে দেখছেন না। ব্যক্তিজীবনে তারা অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। ব্যাংক লোন, বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি, বিদেশ ভ্রমণসহ নানা কাজে পেশাগত স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। আইসিটি বিভাগ ফ্রিল্যান্সিং পেশার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আইডি কার্ড দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। আইডি কার্ড প্রদানের অংশ হিসেবে আইসিটি বিভাগ, আইডিয়া প্রজেক্ট এবং বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিএফডিএফ) যৌথভাবে ফ্রিল্যান্সারদের নিবন্ধনের উদ্যোগ নেয়। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিবন্ধনের জন্য যেতে হবে (freelancers.gov.bd) লিংকে।

উদ্ভাবনী, গবেষণা ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ উদ্ভাবনী ও গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ জন্য 'ইনোভেশন ফর অল' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি গবেষণার জন্য অনুদান, ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ফ্রিল্যান্সার আইডি কার্ডের উদ্বোধন

- ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত আইসিটি বিভাগ থেকে উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২৩ কোটি ২৫ লাখ ৬৭ হাজার টাকা গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়। এ ছাড়া 'ইনোভেশন ফর অল' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
- সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তিপর্যায়ের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টায় আর্থিক, কারিগরি ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করতে এবং বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মধ্যম পর্যায়ের উদ্যোগসমূহে উদ্ভাবনী দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে 'এটুআই ইনোভেশন ফান্ড'। ইতিমধ্যে ১২টি পর্বে ২৪৭টি প্রকল্পে ৩৯ কোটি ৭৪ লাখ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- প্রতিটি প্রকল্প সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা।
- ৭৭টি সরকারি প্রকল্প।
- এটুআই ইনোভেশন ফান্ড-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত কিছু উদ্যোগ :
  - পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইনে পরিবেশ ছাড়পত্র
  - অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ
  - বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন-পূর্ব অনলাইন সার্টিফিকেশন
  - মোবাইল অ্যাপ 'জয়'
  - 'ই-কপিরাইট' সিস্টেম
  - ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ই-ট্রেড লাইসেন্স ব্যবস্থা
  - পরিবারের সঙ্গে কারাবন্দীদের সংযোগ
  - ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক
- একই সময়ে ২২৪ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে আইসিটির ব্যবহার করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম এমন প্রকল্প/কার্যক্রমে ১১ কোটি ৯০ লাখ ৯৪ হাজার টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়।
- ৩৭৯ জন শিক্ষার্থী/গবেষককে মাস্টার্স/এমফিল/ডক্টরাল/পোস্টডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন/গবেষণার জন্য সর্বমোট ১৬,৯০,৫০,০০০/- (ষোল কোটি নব্বই লাক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে :
  - পিএইচডি পর্যায়ে ৮৯ জনকে (দেশে ৫৮ ও বিদেশে ৩১);
  - পোস্টডক্টরাল পর্যায়ে ৪ জনকে (দেশে ১ ও বিদেশে ৩);
  - এমফিল পর্যায়ে ১৬ জনকে (দেশে); এবং
  - মাস্টার্স পর্যায়ে ২৭০ জনকে (দেশে ২৬০ ও বিদেশে ১০) ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ২০২০

স্টার্টআপ খাতের বিকাশে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ২০২০ চালু করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আইসিটি বিভাগের ১০০ এর অধিক কৌশলের অংশ হিসেবে ১০০ স্টার্টআপের প্রতিটিকে ১০ লাখ টাকা প্রদান করা হবে। বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট প্রদানের অংশ হিসেবে ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রাম, রিয়েলিটি শো ও আন্তর্জাতিক রোড শোর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০ মার্চ ২০২১ (সম্ভাব্য) তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'বিগ'-এর চ্যাম্পিয়নকে ১ লাখ ইউএস ডলার ও বাছাইকৃত অন্যান্য সেরা ৩৫টি স্টার্টআপকে ১০ লাখ টাকা গ্র্যান্ট প্রদান করবে।

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) এর সংবাদ সম্মেলন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

উদ্যোক্তা তৈরীতে সহযোগিতা

- আইটি খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ স্টার্টআপদের বিভিন্ন পার্কে বিনা ভাড়ায় স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দ প্রদানসহ ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য ইউটিলিটি সুবিধা দিচ্ছে।
- উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, টেকনিক্যাল সাপোর্টসহ সরকারের অন্যান্য সকল প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ইনকিউবেশন সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০০টির বেশি স্টার্টআপকে ১ বছর মেয়াদি ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন পার্কে ১ বছর মেয়াদি ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান চলমান আছে।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা

তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে গত ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে ২ হাজার ৫০০ এর বেশি স্টার্টআপ রয়েছে যাদের মাধ্যমে দেশে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে এবং প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

উদ্ভাবনী আইডিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা

নাগরিক সমস্যার উদ্ভাবনী, সাশ্রয়ী, বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান গ্রহণের একটি অনলাইন সিস্টেম আইডিয়া ব্যাংক যেখানে যেকোনো উদ্ভাবক তাদের আইডিয়া জমা দিতে পারেন।

- বর্তমানে আইডিয়া ব্যাংকে প্রায় ১৯,০০০ ব্যবহারকারী রয়েছেন। এখন পর্যন্ত আইডিয়া ব্যাংক-এর মাধ্যমে এটুআই ইনোভেশন ফান্ড (এআইএফ), উইমেন্স ইনোভেশন ক্যাম্প, চ্যালেঞ্জ ফান্ড, ইনোভেশন ইত্যাদি ধাপের মাধ্যমে প্রায় ১০,৬৫৩ আইডিয়া এসেছে, যার মাধ্যমে ২৫৯টি আইডিয়াকে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং ৯৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

এম্প্যাথি ট্রেনিং

উদ্ভাবনী চর্চা ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান সরকারি সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের এম্প্যাথি ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে।

- এম্প্যাথি ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে মন্ত্রণালয়গুলোতে কাজের ক্ষেত্রে এবং সেবার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা এই উদ্যোগের মাধ্যমে দূরীভূত হচ্ছে এবং জনগণ আরও দ্রুত এবং স্বল্প খরচে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে।
- এম্প্যাথি ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ৩৩,৪৫০ জন সরকারি কর্মকর্তার উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্যোগে ১,৫৮৯টি উদ্ভাবনী প্রকল্পের পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে।

সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরকারি সেবায় উদ্ভাবনে উৎকর্ষ সাধন

দক্ষিণের দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের নভেম্বরে তুরস্কের আনাতোলিয়ায় সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্ক ফর পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

- সাউথ-সাউথ অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গুলার কো-অপারেশন নেটওয়ার্ক গঠনের আওতায় পাঁচটি বেস্ট প্র্যাকটিস চিহ্নিত করা হয়েছে। বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো হচ্ছে ডিজিটাল সেন্টার, সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড, এম্পেথি ট্রেনিং, টিসিভি এবং এসডিজি ট্রেকার।
- জাতিসংঘের 'ইউএনওএসএসসি'-এর নলেজ শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম সাউথ-সাউথ গ্যালাক্সিতে সরকারি সেবাক্ষেত্রে উদ্ভাবনের জন্য এটুআইয়ের (SSN4PSI) প্ল্যাটফর্মটি ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের 'পার্টনার অব দ্য মান্থ' হিসেবে মনোনীত হয়েছে, যা সেখানে মাসব্যাপী প্রদর্শিত হয়েছে।

- **SSN4PSI** দক্ষিণ-দক্ষিণ গ্যালাক্সিতে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক সেরা অনুশীলন/সমাধান শেয়ার করেছে। সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনের আওতায় এটুআই প্রোগ্রাম বর্তমানে মালদ্বীপ, ভুটান, ফিজি, সোমালিয়া, ফিলিপাইনসহ বেশ কিছু দেশকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।
- এই উদ্যোগের আওতায় ২১৭টি ম্যাচম্যাকিং সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ৪০টি সদস্যদেশ এই নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় ১৫টি নলেজ প্রোডাক্ট আদান-প্রদান করা হয়েছে।

আইটি সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি

আইটি সেক্টরের উন্নয়নে কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানকে কোয়ালিটি সার্টিফিকেটপ্রাপ্তির (যেমন ২টি CMMiL5, ২৬টি CMMiL3, ৬টি ISO27001 এবং ৪৭টি ISO9001) জন্য ৮১টি কোম্পানিকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আইটি/আইটিইএস খাতে উদ্যোক্তা তৈরি

আইটি শিল্পে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পার্কে বিনা ভাড়ায় স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দ প্রদান করছে; বিনা মূল্যে ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১০০-এর অধিক স্টার্টআপকে ১ বছর মেয়াদি ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ও নাটোর শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে ২০টি স্টার্টআপকে ১ বছর মেয়াদি ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান চলমান। ভবিষ্যতে চালুর জন্য অপেক্ষমাণ হাই-টেক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কগুলোতেও এই সুবিধা প্রদান করা হবে। নতুন উদ্যোক্তারা আইটি ব্যবসায় যাতে গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, সে জন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি 'আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' নির্মাণ চলমান এবং আরও ৩টি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি 'আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' নির্মাণ করা হবে।

ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ

আইসিটি ডিভিশন এক্সিম ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ প্রোগ্রামের আওতায় মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ৩০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এ ল্যাপটপ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত ৭০০ ছাত্রছাত্রীর মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া শিশু সাংবাদিকদের সাংবাদিকতা পেশায় উৎসাহিত করার জন্য তাদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়। গ্রামীণ নারী শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি

শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আইসিটি বিভাগ, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ ও স্বর্ণকিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং গ্রামীণ নারী শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ রূপকল্প : ২০২১ ঘোষণা দেন। ১২ ডিসেম্বর দিনটিকে স্মরণীয় করার জন্য এবং জাতিকে এ দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সারিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, বিধায় এ দিবসের গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ ডিসেম্বরকে জাতীয় ক্যাটাগরিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। কোভিড-১৯ পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ অনলাইনে 'যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত' নির্ধারিত এই প্রতিপাদ্য নিয়ে চতুর্থবারের মতো 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম:

- আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে বিসিসির এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, রংপুর ও খুলনাতে মোট ৯টি চাকরি মেলায় ৫৬ হাজারের অধিক চাকরিপ্রার্থীর মধ্য থেকে অংশগ্রহণকারী কোম্পানিসমূহ কর্তৃক মোট ৬৫৭ (ছয় শ সাতান্ন) জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

- এলআইসিটি প্রকল্পের তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পে তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৬৪টি জেলায় 'আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প'-এর আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ৭১টি ইভেন্টে ৮৩ হাজার ২৭২ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্র-৮১%, ছাত্রী-১৯%) অনলাইনে নিবন্ধন করে।
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেকশন কমিটি কর্তৃক ১৫৭টি স্টার্টআপকে বাছাই করা হয়েছে এবং ৫,১৩,৫০,০০০ (৫ কোটি ১৩ লাখ ৫০ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের [কোভিড-১৯] পরিপ্রেক্ষিতে আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'ফুড ফর নেশন' প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে বর্তমানে পুরোদমে খাদ্য ও কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ছাড়া অনলাইনের মাধ্যমে সবার নিকট স্বাস্থ্যসেবা সহজে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'হেলথ ফর নেশন' প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে এবং 'এডুকেশন ফর নেশন' প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় নিয়মিতভাবে অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করা হচ্ছে।
- দেশে বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদানের জন্য BIDA-এর সাথে একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক ম্যাচমেকিং সংস্থা Acclerence-কে বাংলাদেশের ৫টি কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করে দ্রুত আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- ই-এশিয়া ২০১১ এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ প্রোগ্রামটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক দেশের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স।
- **জাপান আইটি উইক :** জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের সহযোগিতায় 'জাপান আইটি উইক' মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ২০১৫ সাল থেকে জাপানের আইটি মেলায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে বাংলাদেশ। মেলাটি জাপান-বাংলাদেশ আইটি সম্পর্ক গভীর করতে সহযোগিতা করার পাশাপাশি বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহ জোগাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- **Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) 2018:** বাংলাদেশি ৪টি (চার) আইটি কোম্পানি Genex, Naztech, Devnet এবং biTs-সহ বিসিসির এলআইসিটি প্রকল্প গত ১৩-১৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সিঙ্গাপুরে 'Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) 2018'-এ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ১২টি (বারো) আইটি কোম্পানির সাথে সভা করা হয়।
- **ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডব্লিউসিআইটি) :** বিগত ৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভ্যানে তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ব সম্মেলন ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডব্লিউসিআইটি) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ এবং উইটসার মহাসচিব জেমস পয়জ্যান্টস বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অপরাজিতা হক, হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, উইটসার সদস্য সংগঠন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি শাহীদ-উল মুনিরসহ অনেকে।

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

- কম্পিউটারের সৃজনশীল ব্যবহারে প্রোগ্রামিং সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিটি বিভাগের নেতৃত্বে ২০০৯ সাল থেকে প্রতিবছর জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে।
- প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ International Collegiate Programming Contest (ICPC)-এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ২টি দল বাছাইয়ে নিয়মিত এর আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।
- **আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৯ (আইসিপিসি) :** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ১৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৯ (আইসিপিসি) সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করে। সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে ১৯০টি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, প্রথম রানার্সআপ এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে পুরস্কৃত করা হয়।
- **জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগামিং প্রতিযোগিতা (এনসিপিসি) ২০২০ :** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগামিং প্রতিযোগিতা (এনসিপিসি) ঢাকার মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) আয়োজন করে। এতে আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াডে (আইওআই) অংশগ্রহণকারী তিনটি দলসহ দেশের ৭৮টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০টি দল অংশগ্রহণ করে। ১১টি সমস্যার মধ্যে ৯টির সমাধান করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিইউথসোয়াম্পফায়ার' দল। আর আটটি সমস্যা সমাধান করে প্রথম ও দ্বিতীয় রানার্সআপ হয় যথাক্রমে বুয়েটের 'বুয়েটথহেলবেন্ট' ও 'সমাহিত'।
- **জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮ :** শিশু-কিশোরদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আগ্রহী করতে মার্চ ২০১৮ থেকে সারা দেশে ১৮০টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে

দেশব্যাপী 'জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮' আয়োজন করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ৩০ অক্টোবর ২০১৮ বিসিসি মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

- **আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড :** ২০১৯ সালে থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই শহরে অনুষ্ঠিত ২১তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ৬টি ব্রোঞ্জ ও ১টি কারিগরি পদক লাভ করে। ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ দলের এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

- বিপিও খাতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপিও খাতের অবস্থানকে তুলে ধরতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং BACCO যৌথ ভাবে যথাক্রমে ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে 'বিপিও সামিট বাংলাদেশ' সফলভাবে আয়োজন করেছে।

- দেশীয় কম্পিউটার হার্ডওয়্যার শিল্পের উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ২০১৫ সাল থেকে 'বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো' আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে এ মেলা 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯' নামে আয়োজন করা হয়, যার স্লোগান ছিল **'মেড ইন বাংলাদেশ'**।

- **এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স :** এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় ও সফল উদ্যোগ, সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবার স্বীকৃতি দিতে প্রতিবছর এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স (এপিআইসিটিএ বা অ্যাপিকটা) অ্যাওয়ার্ডসের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে ৬৬ জন বিচারক ১৭টি বিভাগের ১৭৭টি প্রকল্প বাছাই করেন। বাংলাদেশ থেকে ৪৭টি প্রকল্প প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অ্যাপিকটা উপলক্ষে প্রায় ৪০০ বিদেশি অতিথি বাংলাদেশে আসেন।

- **এপিআইএস :** জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিকের (এসক্যাপ) এশিয়া প্যাসিফিক ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের (এপিআইএস) স্টিয়ারিং কমিটির দুই দিনব্যাপী (১-২ নভেম্বর ২০১৭) অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। এপিআইএসের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্টিয়ারিং কমিটির এই অধিবেশনে প্রায় ১০০টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেন।

- **ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্স :** বিশ্বে আউটসোর্সিংয়ে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান রয়েছে। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা নিজেরাই যাতে আয় করে স্বাবলম্বী হতে পারে, সে জন্য সরকারের লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প থেকে সারা দেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা হচ্ছে। আরও ব্যাপক সংখ্যক তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে ওঠায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৯ অক্টোবর ২০১৭ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এতে সারা দেশ থেকে প্রায় ২,৫০০ জন ফ্রিল্যান্সার অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্স

ডিজিটাল বাংলাদেশ সাফল্য উদ্‌যাপন:

- মুজিব বর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ওয়েবসাইট ও কনটেন্ট www.mujib100.gov.bd তৈরি করা হয়েছে।

অন্যান্য ইভেন্ট

বিগত বছরগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানা ইভেন্ট আয়োজন ও দিবস পালন করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- প্রতিবছর 'বিপিও সামিট';
- জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭;
- উন্নয়ন মেলা ২০১৬;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা;
- জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৬;
- অনলাইনে নারীর নিরাপত্তাবিষয়ক জাতীয় সম্মেলন-২০১৭;
- শেখ হাসিনা উদ্যোগ-ডিজিটাল বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন-২০১৬-১৮;

- জাতীয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন পুরস্কার ২০১৬ ও ওয়ার্ল্ড সামিট ২০১৬;
- ন্যাশনাল হাইস্কুল প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (প্রতিবছর);
- ন্যাশনাল হ্যাকাথন ফর উইমেন;
- জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি দিবস;
- ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস;
- সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপো ২০১৭;
- উন্নয়ন মেলা ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ (২বার);
- জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৬;
- Women ICT Frontier Initiative (WIFI)-২০১৭;
- আইসিটি অস্কারখ্যাত অ্যাপিকটা পুরস্কার প্রদান-২০১৭;
- আইসিটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং আরও অনেক ইভেন্ট।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গত ১২ বছরে অর্জিত স্বীকৃতি ও সম্মাননা

২০২০

- হংকংয়ে আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২০-এর প্রথম আয়োজনে মোট ৬টি পুরস্কারের মধ্যে বাংলাদেশের তরুণেরা ২টি পুরস্কার লভ করে। ৩ জুলাই ২০২০ থেকে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ১২টি দলের প্রতিটি অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট অর্জন করে। আগামী বছর বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
- দেশব্যাপী ই-মিউটেশন উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবে 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' ক্যাটাগরিতে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০' পেয়েছে। আইসিটি ডিভিশনের কারিগরি সহযোগিতায় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের সহায়তায় ই-মিউটেশন বা ই-নামজারি প্রকল্পটি সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশের ৬টি প্রতিষ্ঠান 'গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০' পেয়েছে। এর মধ্যে আইসিটি বিভাগের এটুআই কোভিড-১৯ টেক সলিউশনস ফর সিটিজ অ্যান্ড লোকালিটিজ এবং ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ একাডেমি (আইডিয়া) প্রকল্প পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে। বাংলাদেশ ৪টি বিভাগে রানারআপ ও ২টি বিভাগে মেরিট পুরস্কার পেয়েছে। উল্লেখ্য, iDEA প্রকল্প ২০১৯ সালে অ্যাসোসিও পুরস্কার লাভ করে।
- ই-এমপ্লয়মেন্ট ক্যাটাগরিতে সম্মানজনক 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার-২০২০' অর্জন করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীন BGD e-GOV CIRT-এর ই-রিক্রুটমেন্ট প্ল্যাটফর্ম (erecruitment.bcc.gov.bd)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে WSIS ২০২০ পুরস্কার প্রদান

WSIS ২০২০ বিজয়ী ট্রফি গ্রহণ করছেন বিসিসির নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ক্যাটাগরিতে আইসিটি বিভাগের iDEA প্রকল্পের আন্তর্জাতিক সম্মাননা-২০২০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ হস্তান্তর করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি

২০১৯

- সরকারি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করার জন্য এলআইসিটি প্রকল্পের 'ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক প্ল্যাটফরম Open Group Kochi Awards 2019 প্রদান করা হয়।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং হাই-টেক পার্ক অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিকখ্যাত WITSA-2019 লাভ করে।
- শিক্ষক বাতায়ন এবং মোবাইল বেজড 'এজ ভেরিফিকেশন বিফোর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন টু স্টপ চাইল্ড ম্যারেজ প্রজেক্ট' ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার অর্জন করে।
- যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংগঠন ডেটা সেন্টার ডায়নামিকস (ডিসিডি) 'জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV)' প্রকল্পটিকে ডেটা সেন্টার কনস্ট্রাকশন ক্যাটাগরিতে 'ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯' পুরস্কার দেয়।
- ১২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ASOCIO-PIKOM DIGITAL SUMMIT-2019-এ অ্যাসোসিওর আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে স্টার্টআপ বাংলাদেশ- iDEA প্রকল্প। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ও আইসিটি খাতে প্রশিক্ষণ ও মেন্টরিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরির স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকল্পটি এ পুরস্কার অর্জন করে।
- ইনফো সরকার-০৩ প্রকল্পকে World Summit on the Information Society কর্তৃক Information and Communication Infrastructure ক্যাটাগরিতে 'WSIS 2019 Champion' প্রদান করা হয়।
- এলআইসিটি প্রকল্পের 'BNDA I e-GIF framework'-কে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ITU থেকে 'WSIS Prizes 2019' প্রদান করা হয়।
- এলআইসিটি প্রকল্পের BNDA এর GeoDASH platform 2019 The Open Group থেকে 'Award of Distinction' অর্জন করে।

২০১৮

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করে।
- ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন, ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিবিশন (আইটিইএক্স/ ITEX Award) অ্যাওয়ার্ড ২০১৮-তে ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে ৩টি পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশ।
- ২০১৮ সালে 'মুক্তপাঠ' ও 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'-এর World Summit on the Information Society পুরস্কার লাভ।
- দ্য ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন অ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৮ অ্যাওয়ার্ড অর্জন।
- ইনফো সরকার-০৩ প্রকল্প বাংলাদেশের ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়নে গ্রামের সাধারণ মানুষের নিকট ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো তৈরির স্বীকৃতিস্বরূপ 'ASOCIO Digital Government Award 2018' প্রদান করা হয়।

২০১৭

- eASIA Award-2017 অনুষ্ঠানে Creating Inclusive Digital Opportunities ক্যাটাগরিতে 'ইনফো-সরকার' প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়।
- **WITSA Award 2017:** আইসিটি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে 'WITSA Award 2017' প্রদান করা হয়;
- যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত 'MobileGov World Summit 2017' ইভেন্টে 'Excellence in Designing the Future of e-Government' ক্যাটাগরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'Global MobileGov Awards 2017'-এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্বাচিত হয়।
    - Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO)-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে 'ICT Education Award 2017' পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- ২০১৭ সালে মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেলিমেডিসিন প্রকল্প', 'নাগরিক সেবা উদ্ভাবনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার' ও 'ই-নথি' ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।
- যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড দ্য ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন অ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৭-এ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও অ্যাওয়ার্ড অব ডিসটিংশন অর্জন
- কারিগরি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদশে কম্পিউটার কাউন্সিল 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৭' পুরস্কার লাভ
- এ বছর বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স (এপিআইসিটিএ) অ্যাওয়ার্ড এবং হেনরি ভিসকার্ডি অ্যাওয়ার্ড লাভ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

২০১৬

- 'Asian-Oceania Computing Industry Organization (ASOCIO) 2016-তে Digital Government Award লাভ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।
- জাতীয় পর্যায়ে কারিগরি (প্রাতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ লাভ করে এটুআই।
- সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ-এসপিএস, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইন ছাড়পত্র, শিক্ষক বাতায়ন এবং কৃষকের জানালা ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।
- ন্যাশনাল মোবাইল অ্যাপস অ্যাওয়ার্ড।
- ব্র্যাক মন্থন ডিজিটাল ইনোভেশন।

২০১৫

- ২০১৫ সালে জাতীয় তথ্য বাতায়নের জন্য ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ।

২০১৪

- ডিজিটাল পদ্ধতি চালু এবং শিক্ষার সম্প্রসারণে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ প্রদান করা হয়।
- ডিজিটাল সেন্টারের ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ।

২০১৩

- ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড (আইএসআইএফ এশিয়া) অ্যাওয়ার্ড এবং জিরো প্রজেক্টস অ্যাওয়ার্ড অন ইনক্লুসিভ এডুকেশন লাভ।

২০১১

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাসে অনবদ্য ভূমিকা পালন করায় বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ দ্য গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড চিলড্রেনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ডফ হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

- ২০১১ সালে Manthan Award লাভ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার e-Education ক্যাটাগরিতে ১টি এবং National Data Centre for e-Service প্রতিষ্ঠার জন্য e-Infrastructure ক্যাটাগরিতে ১টি পুরস্কার লাভ করে।

২০১০

- আইসিটির উন্নয়ন এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান এবং অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তির প্রধান সংগঠন এশিয়া-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন কর্তৃক প্রবর্তিত ASOCIO Award-2010-এ ভূষিত করা হয়।

এ ছাড়া ICT Sustainable Development Award, একশপ-এর জন্য অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ড, এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স পুরস্কার, বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি পুরস্কার, আইটেক্স পুরস্কার, বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের বেস্ট প্রসেস ইনোভেশন ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর অধীন সংস্থাগুলো।

ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাংকিং এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশ এই র‍্যাঙ্কিংয়ের সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত। ধারাবাহিক র‍্যাঙ্কিং কার্যক্রমে একবার পিছিয়ে গেলেও বাংলাদেশের অবস্থান সব সময় ছিল অগ্রসরমাণ। সবচেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল ২০১৬ সালে করা র‍্যাঙ্কিংয়ে যখন বাংলাদেশ ২৪ ধাপ এগিয়ে ১৪৮ অবস্থান থেকে ১২৪-এ পৌঁছায়। মূলত আইসিটি টুলকে ব্যবহার করে বিভিন্ন অনলাইন সেবা তৈরি এবং মোবাইল বা ওয়েব অ্যাপের মাধ্যমে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন সেবা সূচকে বাংলাদেশের মূল অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে ই-গভর্ন্যান্সে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য ইউএন ই-গভর্নমেন্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে (UN e-Government Ranking) বাংলাদেশ ২০১৯ সালের জরিপে ১৯০টি দেশের মধ্যে ১১৯তম অবস্থান অর্জন করেছে। ২০১২ সালে ১৫০তম অবস্থান থেকে ২০১৮ সালের জরিপে বাংলাদেশ এই অগ্রগতি অর্জন করে। মূলত তিনটি কম্পোন্যান্টের মধ্যে অনলাইন সার্ভিস ইনডেক্সে (Online Service Index) বাংলাদেশ ০.৫১ পয়েন্ট অর্জন করে এস্তোনিয়া, ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের সাথে সহাবস্থানে রয়েছে।

করোনা মহামারী মোকাবেলায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যানঃ

দেশে করোনার রোগী শনাক্ত হওয়ার পরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দাপ্তরিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অব্যাহত রাখার জন্য বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রণয়ন করে। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ২৪ ঘণ্টা অনলাইনে যুক্ত থেকেছেন বা আছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি সংস্থা, প্রকল্পের কর্মীরা যে যাঁর বাড়িতে বসে নিরাপদে কাজ করে যাচ্ছেন।

মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী করোনাকালে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস চালু রাখার জন্য অতিজরুরি ভিত্তিতে ৫টি বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রণয়নের প্রস্তাব দেন। ২১ মার্চ করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সেবাগ্রহীতার কাছে সহজে সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ৫টি বিষয়ে বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রস্তুত করার জন্য ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। গত ২৩ মার্চ প্রযুক্তির ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ সেবা চালু রাখার নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনকৃত ৫টি বিষয়ের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবকে ই-নথি ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

- **করোনা পোর্টাল:** কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই নাগরিকদের জন্য করোনাসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনীয় পরামর্শ, করোনা সম্পর্কিত সব সেবার হালনাগাদ তথ্যের জন্য করোনা পোর্টাল (www.corona.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এতে রয়েছে করোনাবিষয়ক অগ্রগতি ও নির্দেশনা, ম্যাপে জেলাভিত্তিক করোনা হট জোন, এআইভিত্তিক 'চ্যাট বট' এবং হটলাইন, স্বাস্থ্য বাতায়ন, আইইডিসিআরের হেল্পলাইনসহ জাতীয় কল সেন্টারের সব তথ্য ও সাড়ে ৪ হাজারের অধিক কনটেন্ট। তথ্যের জন্য এই পোর্টালে ভিজিট করেছেন ১ কোটি ১৪ লাখের বেশি নাগরিক।

- **কোভিড ট্রেসার:** করোনা আক্রান্ত রোগী এবং তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করনে সহায়ক অ্যাপ হিসেবে 'কন্টাক্ট ট্র্যাকিং' অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। ফলে নাগরিকগণ আক্রান্ত এবং সন্দেহভাজনদের বিষয়ে সতর্কতামূলক নোটিফিকেশন পাচ্ছেন। অ্যাপটি ইতোমধ্যে ৫ লক্ষের অধিক নাগরিক ডাউনলোড করেছেন ও সেবা গ্রহণ করছেন।

- **কোভিড ১৯ ট্র্যাকার:** এই সেবার মাধ্যমে করোনাভাইরাসের সংক্রমণবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই তথ্য ম্যাপ/সারণি আকারে দেখায়। তথ্য ও উপাত্ত নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ ও হালনাগাদ করা যায়, যাতে কোনো ধরনের manual intervention প্রয়োজন হয় না। ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়। এ পর্যন্ত ট্র্যাকারের ওয়েবসাইটে ৮,২০,০০০ এর অধিকবার ভিজিট করা হয়েছে এবং সামাজিক মাধ্যমে ১৪,০০০ এর অধিকবার শেয়ার করা হয়েছে।

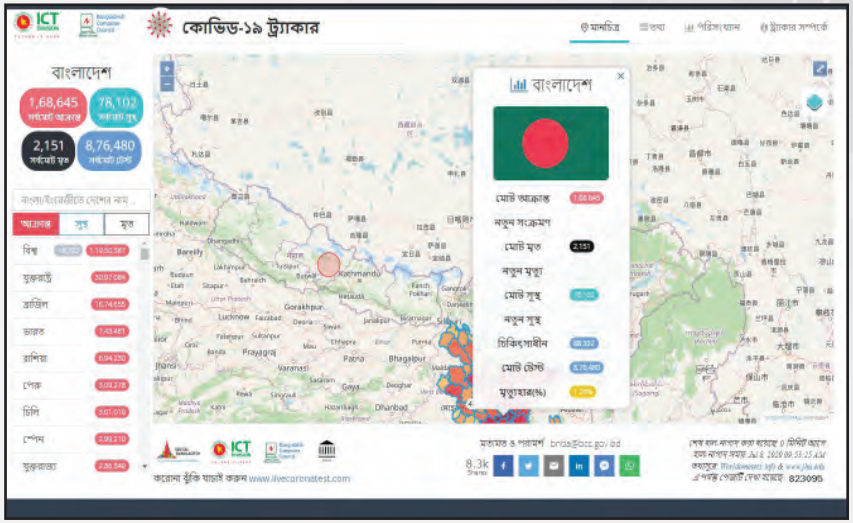

- কোভিড-১৯ ট্র্যাকারে তথ্য ও উপাত্ত নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ ও হালনাগাদ করা যায়, যাতে কোনো ধরনের manual intervention প্রয়োজন হয় না।

- **সেল্ফ টেস্টিং টুল:** হেল্পলাইন ৩৩৩, ১৬২৬৩ এবং *৩৩৩২# এবং ২৫টি ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকগণকে করোনা টেস্টিং সাপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে। কলসেন্টার ব্যবহার করে 'সেল্ফ টেস্টিং' টুলের মাধ্যমে প্রাথমিক স্ক্রিনিং-এ ১ কোটি ৩০

লক্ষ সন্দেহভাজন করোনা আক্রান্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের তালিকা হতে বিগ ডাটা এনালাইসিস-এর মাধ্যমে বাছাইকৃত প্রাথমিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ৬৫ হাজার নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ডাক্তারের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ ২০ হাজারের অধিক চিহ্নিত আক্রান্তদের তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইইডিসিআরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ৩৩৩ কলসেন্টারের মাধ্যমে ২৭ লক্ষ নাগরিকের সেলফ টেস্ট বা প্রাথমিক স্ক্রিনিং সম্পন্ন হয়েছে। যার মধ্যে বিগ ডাটা এ্যানালাইসিস-এর মাধ্যমে ৩ লক্ষেরও অধিক জনকে প্রাথমিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং করোনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ডাক্তার কর্তৃক প্রাথমিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় ১০.৫ হাজার জনকে তুলনামূলকভাবে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে তাদের তথ্য পরবর্তীতে ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং করোনা টেস্টের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

- **ফুড ফর নেশন প্ল্যাটফর্ম:** করোনাকালে দেশের কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খাদ্য ও কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করার মাধ্যমে সহজে ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'ফুড ফর নেশন' প্ল্যাটফর্মটি গড়ে তোলা হয়। প্ল্যাটফর্মটির বাস্তবায়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, সড়ক পরিবহন বিভাগ, ই-ক্যাব এবং iDEA প্রকল্প কর্তৃক অর্থায়নকৃত এবং প্রকল্পের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সংশ্লিষ্ট প্রায় ১২টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান।

  ২৩ মে ২০২০ তারিখে আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত 'ফুড ফর নেশন' প্ল্যাটফর্মটি শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।

- **হেলথ ফর নেশন প্ল্যাটফর্ম:** করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের স্বাস্থ্যসেবা নতুন এক ঝুঁকির মুখে পড়ে। বেশির ভাগ হাসপাতালে করোনা আতঙ্কে ডাক্তারদের জন্য রোগী দেখা এবং রোগীর জন্য ডাক্তারের নিকট যাওয়া দুটোই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দানকারী স্টার্টআপ কোম্পানি, হাসপাতাল, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকল্প থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'হেলথ ফর নেশন' নামে একটি কেন্দ্রীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

- **এডুকেশন ফর নেশন প্ল্যাটফর্ম:** দেশে বর্তমান লকডাউন অবস্থায় যেহেতু স্কুল-কলেজ বন্ধ রয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে iDEA প্রকল্প থেকে গ্রহণ করা হয় অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম। ইন্টারঅ্যাকটিভ এ ক্লাসগুলোতে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্ন করতে পারেন এবং সেই সাথে ছাত্রছাত্রীরাও শিক্ষককে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারে।

- **৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইন:** বর্তমানে করোনাবিষয়ক তথ্যসেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য জরুরি খাদ্যসহায়তা, সেলফ করোনা টেস্টিংসহ অনেকগুলো নতুন সেবা যুক্ত হয়েছে ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইনে। ৩৩৩-০-তে কল করে নাগরিকগণ করোনাভাইরাসের এই ক্রান্তিকালীন সময়ে, বন্যাসৃষ্ট পরিস্থিতিতে তাঁদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং বিভিন্ন সহযোগিতা পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ১ লাখ ৬৩ হাজারের অধিক নাগরিককে বন্যাসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসেবা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ৩৩৩-০ নম্বরে ডায়াল করে নাগরিকগণ ত্রাণ সহযোগিতার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং নাগরিক কর্তৃক প্রদত্ত ১ লাখ ১১ হাজারের অধিক ত্রাণবিষয়ক কল থেকে যাচাই-বাছাই করে ২ হাজার ১০৪টি কল স্থানীয় প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ৩৩৩-১ হেল্পলাইন নম্বরে নাগরিকের কাছ থেকে শুধু করোনা সম্পর্কিত প্রায় ৩৯ লাখ কল গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে টেলিমেডিসিন সেবা পেতে এই হেল্পলাইনে ২২ লাখ ৪৬ হাজারের অধিক কল এসেছে। এর মাধ্যমে নাগরিকগণ সেবা গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া ৩৩৩-২ নম্বরে ডায়াল করে নাগরিকগণ ত্রাণ সহযোগিতার জন্য আবেদন করতে পারেন

এবং নাগরিক কর্তৃক প্রদত্ত ১৮ লাখের অধিক ত্রাণবিষয়ক কল থেকে যাচাই-বাছাই করে ৪ লখ ৭ হাজারের অধিক কল স্থানীয় প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

- **'ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল বিডি' অ্যাপ:** অনলাইনে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য 'ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল বিডি' অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকেরা ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করছেন। মুক্তপাঠে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকেরা তাঁদের সুবিধামতো সময়ে এই অ্যাপে যুক্ত হয়ে সেবা প্রদান করে আসছেন। এখানে ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে চার হাজার চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদানের জন্য যুক্ত হয়েছেন।

- **করোনার চিকিৎসায় স্থানীয়ভাবে ভেন্টিলেটর উৎপাদন:** কোভিড-১৯ চিকিৎসায় স্থানীয়ভাবে ভেন্টিলেটর উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেডিকেল যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় প্রবেশ করল। ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে একটি ভেন্টিলেটর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক খ্যাতনামা মেডিকেল ইকুইপমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেডট্রনিক পেটেন্ট, সোর্স কোড, ডিজাইন, হার্ডওয়্যার দিয়ে বাংলাদেশকে সহায়তা করছে। এ ছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় ওয়ালটন, মাইওয়ান, মিনিস্টার ফ্রিজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেশীয় ভেন্টিলেটর তৈরিতে কাজ করেছে।

- **ফোনে নিত্যপণ্য :** ৩৩৩-৫ নম্বরে ফোন করার মাধ্যমে 'ফোনে নিত্যপণ্য' সেবা প্রদানের কার্যক্রম চলছে। এ পর্যন্ত এই হেল্পলাইনে ৪ লাখ ৫৮ হাজারের অধিক নিত্যপণ্যের অর্ডার গ্রহণ করা হয়েছে।

- **ই-হেলথ সার্ভিস কো-অর্ডিনেশন ইউনিট :** করোনায় আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ, রোগীর মেডিকেল অ্যাসেসমেন্ট, কাউন্সেলিং, ফলোআপ, কেয়ার গিভার কাউন্সেলিং, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ দেওয়াসহ বিভিন্ন সহযোগিতামূলক সেবা, যেমন জরুরি ভিত্তিতে অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতালে ভর্তি, খাদ্য ও জরুরি ওষুধ সহায়তা, মরদেহ সৎকার করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কোভিড-১৯ টেলিহেলথ ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। ১৩ জুন ২০২০ পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে এবং অদ্যাবধি ৫ লাখের অধিক রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

- **মা টেলিহেলথ সার্ভিস :** করোনাকালে গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধদানকারী মা ও শিশুর সেবা পৌঁছে দিচ্ছে প্ল্যাটফর্মটি। মহিলা ও শিশুবিষয়ক অধিদপ্তর এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ যৌথভাবে এ সেবা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে মা ও শিশুদের ২ লাখ ৪০ হাজারের অধিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

- **স্পেশালাইজড টেলিহেলথ সেন্টার :** করোনা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কারিগরি সহযোগিতায় ভিডিও ও অডিও কলের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের জন্য স্পেশালাইজড টেলিহেলথ সেন্টার (০৯৬১১৬৭৭৭৭৭) চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৮২ হাজারের বেশি নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

- **প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার :** সৌদি আরব ও বাহরাইনে বসবাসরত প্রায় ২৪ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশির জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদানে চালু করা হয়েছে 'প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার'। ইতিমধ্যে ৭৮ জন সৌদিপ্রবাসী বাংলাদেশি ডাক্তার এ কল সেন্টারের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং ৩ হাজারের অধিক প্রবাসী নাগরিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

- **ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম :** MyGov প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন সেবা, যেমন ই-নথি, একসেবা, মুক্তপাঠ প্রভৃতি উদ্যোগের সমন্বয়ে ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম (MyCourt) চালু করা হয়। ইতিমধ্যে ৮৭টি নিম্ন আদালতে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বিচার বিভাগের জন্য তৈরিকৃত এই প্ল্যাটফর্মে একই সাথে শুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যও একটি সুরক্ষিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রায় ৯ হাজার আইনজীবী এই প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত হয়েছেন।

- **অনলাইন কোর্স :** ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠে' করোনাবিষয়ক ১০টি কোর্স যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪ লাখের বেশি প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২ লাখের বেশি প্রশিক্ষণার্থী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ৬৩ হাজারের বেশি চিকিৎসক এখান থেকে কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং চিকিৎসা পেশার সাথে যুক্ত ৩৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ শেষে সনদ গ্রহণ করেছেন।

- **ডিজিটাল ক্লাসরুম :** করোনা প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী লকডাউনে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে ক্ষতি লাঘবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে, যা সংসদ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচার করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মোট অনলাইন ক্লাস প্রচারিত হয়েছে ৫ হাজার ৩০৭টি এবং আপৎকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রমে ৪ হাজার ১৪৭ জনের অধিক শিক্ষক যুক্ত রয়েছেন। এই ডিজিটাল কনটেন্টগুলো অনলাইনে প্রায় ৭ কোটি ৭৩ লক্ষবার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

- **'ভার্চুয়াল ক্লাস' প্ল্যাটফর্ম :** বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম এবং সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে কার্যকরী ও সহজ উপায়ে চলমান রাখতে 'ভার্চুয়াল ক্লাস' প্ল্যাটফর্ম (www.virtualclass.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লাইভ ক্লাস বা ট্রেনিং পরিচালনা, এডুকেশনাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট, মূল্যায়ন বা অ্যাসেসমেন্ট টুলস, মনিটরিং এবং সমন্বয় করার প্রযুক্তি যুক্ত থাকছে।

- **'একদেশ' ক্রাউন্ডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম :** জাকাত কিংবা আর্থিক অনুদান যেকোনো সময় বা স্থান থেকে সহজেই যেকোনো ব্যাংকিং চ্যানেলের সহযোগিতায় পাঠানোর লক্ষ্যে

চালু হয়েছে দেশের প্রথম ক্রাউন্ডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম 'একদেশ'। করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 'একদেশ' প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। 'একদেশ' প্ল্যাটফর্মের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ নির্বাচিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সারা দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জাকাত কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্থিক অনুদান প্রদান করতে পারছেন। এখন পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১০ লাখ টাকার অধিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **ওয়াশেবল মাস্ক :** করোনাকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মোতাবেক এটুআই ইনোভেশন ল্যাব তিন লেয়ারবিশিষ্ট ওয়াশেবল মাস্ক নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ করেছে।

- **লেভেল-৩ সাপোর্ট পিপিই :** করোনাকালে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড লেভেল-৩ সাপোর্ট পিপিই (পারসোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট) নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ করছে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে ডিজিডিএ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলে লেভেল-৩ সাপোর্ট পিপিই সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হবে।

- **গবেষণা ও উন্নয়ন :** একটি ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে একই সময়ে কয়েকজন রোগীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইসেফ নামক একটি মাল্টিচ্যানেল ভেন্টিলেটর তৈরির গবেষণা ও উন্নয়নকাজ চলমান। ইনোভেশন ল্যাব ও এমআইটির (যুক্তরাষ্ট্র) যৌথ উদ্যোগে 'আইসেফ' ভেন্টিলেটর তৈরির কাজ চলমান।

- **ডিজিটাল ম্যাপিং 'বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ' :** 'বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ' তরুণদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী পরিচালিত ডিজিটাল ম্যাপিং কার্যক্রম। এ ক্যাম্পেইনে প্রায় ৩১ হাজার রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এক লাখ ১০ হাজার লোকেশন গুগল ম্যাপ ও ওপেন স্ট্রিট ম্যাপে যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৫ হাজার হাসপাতাল, ১৬ হাজার ফার্মেসি এবং ২০ হাজার মুদিদোকান সন্নিবেশিত করার পাশাপাশি ৮৭০টি রাস্তা ম্যাপে যুক্ত হয়েছে।

- **করোনা বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম :** বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করোনা সচেতনতায় হাউ টু, ফিকশনাল ও অ্যানিমেশন-জাতীয় মোট ১ হাজার ৬১৭টি কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সোশ্যাল মিডিয়া, বিলবোর্ড ও অন্যান্য মাধ্যমে সচেতনতামূলক কনটেন্ট প্রচার কার্যক্রম চলমান। এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ নাগরিকের কাছে এই প্রচারণা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কনটেন্ট প্রচারের ক্ষেত্রে ইউএনডিপি বাংলাদেশ অফিস, ইউনিসেফসহ ৯০টির অধিক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। 'করোনা হেল্পলাইন' নিয়ে দুটি বেসরকারি টেলিভিশনে ডাক্তারদের যুক্ত করে এপ্রিল মাসে টেলিভিশন প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে, যা এখনো চলমান রয়েছে।

- **বেসরকারি টেলিভিশনে করোনা হেল্পলাইন সম্প্রচার :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারদের যুক্ত করে এপ্রিল মাস থেকে 'একাত্তর টেলিভিশন' এবং 'আরটিভি'তে করোনা হেল্পলাইন প্রোগ্রাম নিয়মিত প্রচার হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরাসরি নাগরিকদের যুক্ত করে ২০০-এর অধিক পর্ব প্রচারিত হয়েছে এবং ৫ কোটির অধিক নাগরিকের কাছে করোনা-সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

- **নারী নির্যাতন হ্রাসে সচেতনতামূলক টেলিভিশন প্রোগ্রাম :** কোভিড পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন ব্যাপক হারে বেড়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, নির্যাতন রোধে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং করোনা পরিস্থিতিতে নারীদের অবদানকে উৎসাহিত করতে 'নারী নক্ষত্র' শীর্ষক একটি ভিন্নধর্মী টেলিভিশন সিরিজ প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভি, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসএমসির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে ১৩টি পর্ব প্রচারিত হয়েছে এবং নাগরিকগণ ৫ কোটি ৫০ লক্ষের অধিকবার দেখেছেন।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা, যেমন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, এটুআই প্রকল্প, আইডিয়া প্রকল্প, মোবাইল গেম ও অ্যাপ্লিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এবং লিভারেজিং আইসিটি প্রকল্প নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, যেমন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করে চলেছে।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬ তে অনুষ্ঠিত আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প

তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র সভাপতি জনাব এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ক্লস সোয়াব (Klaus Sehwab) এর বৈঠক

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ICT for Development Award গ্রহণ করছেন। নিউ ইয়র্ক ২০১৬

জরুরি প্রয়োজনে
মনে রাখুন
একটি নম্বর
৯৯৯

NATIONAL EMERGENCY SERVICE
999

তথ্য ও সেবা
333
সবসময়

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

www.ictd.gov.bd ICT DIVISIONBD ICT DIVISION YouTube ICT Division

সহযোগিতায়:

LICT
LEVERAGING ICT FOR EMPLOYMENT AND GROWTH OF THE IT-ITES INDUSTRY

Bangladesh Computer Council